ইয়েমেনে বড় হামলা চালাল ইসরায়েল

সারে-জমিন

প্রত্যেকগ্রামে মক্তব গড়ার আহ্বান সিদ্দিকুল্লাহর

রূপসী বাংলা

নাসরুল্লাহকে হত্যা: মধ্যপ্রাচ্যে এখন কী হবে

সম্পাদকীয়

‘কেন্দ্র কর্পোরেটদের হাতে ওয়াকফ সম্পত্তি দিতে চায়’

সাধারণ

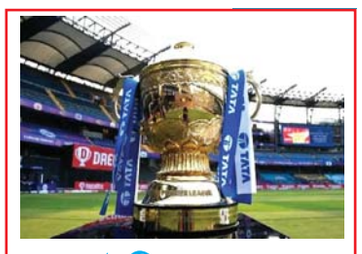

আইপিএলে নাম লিখিয়ে না খেললে বিদেশিদের শাস্তি হবে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৪ আশ্বিন ১৪৩১
২৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 266 ■ Daily APONZONE ■ 30 September 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জয়পুরে মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে মারধর, নিন্দায় সরব মহুয়া

আপনজন ডেস্ক: দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে এক হিন্দুত্ববাদী যুবক শনিবার এক মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে তার মুসলিম পরিচয় জানার পর গালাগালি ও মারধর করেছে। তার ফেসবুক প্রোফাইল অনুযায়ী, হামলাকারী বিজেপি গোষ্ঠীর প্রাক্তন নেতা। আক্রান্তের নাম শেহরোজ। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। ওই হামলাকারীর নাম অনশুল দধিচ। এই ঘটনার একটি ভিডিও রেকর্ড করা হয় এবং অভিযুক্ত নিজেই সেই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় অপলোড করে, সম্ভবত তার ‘কৃতিত্ব’ দেখানোর জন্য। তবে এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই শনিবার দধিচকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভিডিওতে দেখা যায়, দধিচ সবজি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তিনি কোথা থেকে এসেছেন এবং তিনি কি মোল্লা (মুসলিম)?

শেহরোজ নিজেকে মুসলিম বললে দাদিচ তাকে ‘বাংলাদেশি’ বলে কড়া চড় মারেন। নির্যাতিত যুবক জানিয়েছেন, তিনি ভারতীয়। এরপর দধিচ তাকে তার ধর্ম পরিচয় দিতে প্যান্ট খুলতে বাধ্য করেন। কেউ বিক্রেতাকে মারধরের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি ‘মোল্লা’ এবং তাকে আবার চড়-থাপ্পড় মারেন।

গ্রেফতারের পর দধিচের দুঃখ প্রকাশের একটি ভিডিও সামনে এসেছে। ভিডিওতে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর ঘুমের কিছু সমস্যা ছিল এবং ভবিষ্যতে তিনি আর এই কাজ করবেন না। নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দাহদিচ নিজেকে বিজেপির প্রাক্তন দলনেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। গলায় বিজেপির পতাকার পাট্টা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক বালমুকুন্দ আচার্যের সঙ্গে ছবি তুলেছেন তিনি। এই ঘটনা সামনে আসতেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, রাজস্থানে বিজেপি শাসন করছে বলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, বিজেপিকে ভোট দিলে এটাই পাওয়া যায়। হরিয়ানা থেকে সাবধান, সাবধান। সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে বলেন, এটা হিন্দুত্ব নয়। এটা স্রেফ একজন সহনাগরিকের প্রতি ঘৃণা এবং সত্যিকার অর্থেই দেশদ্রোহী। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ওব্রায়েন এই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হতে সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

বন্যা পরিস্থিতি রোধে কেন্দ্রের সাহায্য মিলছে না: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে অবহেলা করছে এবং সমস্যা সমাধানে কোনও সহায়তা করছে না। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, কেন্দ্র কিছুই করেনি। গোটা উত্তরবঙ্গ জলমগ্ন। নির্বাচনের সময় সবাই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপর উধাও হয়ে যায়।

এদিন শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, আজ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছি। সবাইকে জরাজীর্ণ বাড়ি খালি করতে এবং বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বিধান মার্কেটের ছয়টি দোকান পুনঃনির্মাণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এই ছয়টি দোকানকে ১ লক্ষ টাকা করে দেবে। যে সব দোকানে কম ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

গজলডোবায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে চারজনের। সেই ঘটনায় উত্তরকন্যায় মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার প্রশাসনিক বৈঠকের পর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেন তিনি। গজলডোবার এই ঘটনা খুবই মর্মান্তিক বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাজগঞ্জ ব্লকের গজলডোবা সংলগ্ন টাকিমারির ধুপগুড়ি বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের চারজনের। মর্মান্তিক এই ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মেয়র গৌতম দেব এবং বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

এরপর আজ সেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে আর্থিক সাহায্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, বন্যার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জেলাশাসক, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে সতর্ক করা হয়েছে। ডিপিআর প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যে নেপাল থেকে কোশী নদীর ৫ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যা রাজ্যের অনেক অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, আমি উত্তরবঙ্গে যাচ্ছি। আমি দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সাতটি জেলা (বন্যাকবল) পরিদর্শন করেছি। দক্ষিণবঙ্গের দিকে জল ছেড়েছে ডিভিসি। উত্তরবঙ্গে নেপাল থেকে ৫ লক্ষ কিউসেক কোশী নদীর জল ছাড়া হয়েছে, যার ফলে সেই জল বিহার, বাংলার মধ্য দিয়ে গঙ্গা নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায়। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধার তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সবাইকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসন উদ্ধার ও সহায়তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা এর আগেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যে বন্যার ‘মূল কারণ’ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। “ঝাড়খণ্ডে, বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, কারণ তারা নিজেদের বাঁচাতে জল ছেড়ে দেয়, যার প্রভাব পড়ে গোটা বাংলা অঞ্চলে। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, ফ্লাড কন্ট্রোল, ডিভিসি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে লক্ষ লক্ষ বাড়ি প্লাবিত হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানির আগে মশাল মিছিল

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টে আরজি করে স্নাতকোত্তর ইনটার্নের ধর্ষণ-হত্যার অভিযোগের মামলার শুনানি আজ সোমবার। তার আগে রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা সাধারণ জনগণের সাথে শহর জুড়ে মশাল মিছিলে অংশ নিলেন। দক্ষিণ কলকাতার আর জি কর হাসপাতাল, সাগর দত্ত হাসপাতাল, এসএসকেএম হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও যাদবপুর থেকে মিছিল হয়। মিছিলে অংশ নিয়ে চিকিৎসক ও কমিউনিটির সদস্যরা ভুক্তভোগীর জন্য ন্যায়বিচার দাবি করেন এবং রাজ্য সরকার পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের শুনানির আগে রাজ্যজুড়ে সংহতি জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

এক মাসের দীর্ঘ আন্দোলনের পর কাজে ফিরে যাওয়ার পরে, জুনিয়র ডাক্তাররা শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলিতে সম্পূর্ণ ‘কর্মবিরতি’ পুনরায় শুরু করার বিষয়টি বিবেচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আসন্ন আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন তাদের সুরক্ষার বিষয়ে রাজ্য সরকারের আশ্বাসের উপর নির্ভর করে। শুক্রবার রাতে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বহিরাগতদের মারধরের প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় কলেজ অফ মেডিসিন ও সাগর দত্ত হাসপাতালের চিকিৎসকরা মশাল ও মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করেন।

এই ঘটনার পর সেখানকার জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্মঘটে গিয়েছেন, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবিতে জোর দিয়েছেন।

সাগর দত্ত হাসপাতাল থেকে কলকাতার উপকণ্ঠে ডানলপ ক্রসিং পর্যন্ত পদযাত্রা করার সময় বিভিন্ন পেশার মানুষসহ অংশগ্রহণকারীরা মোমবাতি ও মশাল নিয়ে যাত্রা করেন। জুনিয়র ডাক্তারদের হাতে ছিল ‘নো সিকিউরিটি, নো ওয়ার্ক’, ‘নো সেফটি, নো ওয়ার্ক’।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING

EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে

GNM

কোর্সে ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

ট্যাংকের ওপর থেকে পড়ে জখম দুই কর্মী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জল ট্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে গিয়ে ট্যাংকের ওপর থেকে নিচে পড়ে গুরুতর যখম দুই কর্মী, সেফটি সিকিউরিটির অভাব দাবি খোদ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মীদের । জয়পুর জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জল ট্যাংকের সিঁড়ি ভেঙে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত দুই কর্মী। তাদের নাম নাম রাজু টাঙ্গি ও বিকাশ টাঙ্গি দুজনেরই বাড়ি স্থানীয় কার্টুল টাঙ্গিপাড়ায়। জয়পুরে রয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের একটি জলের ট্যাঙ্ক। স্থানীয় সূত্রে খবর সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই জল চুইয়ে পড়তো ওপরে ওঠার লোহার সিঁড়িতে। যখন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দুই কর্মী ট্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওপরে ওঠে কাজ করতে। ঠিক তখনই লোহার সিঁড়ি ভেঙ্গে ট্যাংকের নিচে পড়ে যায় ওই দুই কর্মী। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরে তাদের অবস্থার অবনতি হলে রেফার করা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন।

বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় আহত শিশু

আসিফা লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বেপরোয়া বারুইপুর বারাসাত বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রাইভেট গাড়িতে। ঘটনায় আহত দুই বাচ্ছা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে বারুইপুর থানার পুলিশ। উত্তেজিত জনতার বাস ভাঙচুর। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। আহত দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে বারাসাত থেকে বারুইপুর গামী একটি বাস দ্রুত গতিতে বারুইপুর ঢোকার পথে যোগীবটতলা মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটিকে। কিছু মাস আগেও এই এলাকায় বারুইপুর বারাসাত রুটের বেপরোয়া বাসের জেরে দুর্ঘটনা ঘটে। তারপর দুর্ঘটনা রোধে এলাকায় বাম্পার বসানোর কথা থাকলেও তা হয়নি। ফের আজ দুর্ঘটনা ঘটায় এলাকায় উত্তেজনা।

মাইকিং করে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা নিয়ে সচেতন বার্তা মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বন্যা কবলিত এলাকায় প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা নিয়ে মানুষদের সচেতন।আবারো বন্যার জল বাড়ার আশঙ্কায় প্রশাসন তৎপর। আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে মালদার মানিকচকের বন্যা পরিস্থিতি।

বিহারের কোশি নদীর বাঁধ খুলে দেওয়ায় হু হু করে জল ঢুকতে পারে বলে আশঙ্কা মানিকচকের গঙ্গা ও ফুলহর নদীতে। সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে রবিবার সকাল থেকে লাল সতর্কতা জারি করে মাইকিং করা হচ্ছে মানিকচক পাঁচটি অঞ্চলে। সেই পাঁচটি অঞ্চল হল ভূতনীর দক্ষিণ চন্ডীপুর, উত্তর চন্ডীপুর, হীরানন্দপুর এবং মথুরাপুর ও গোপালপুর। তাই এই সমস্ত অঞ্চলে এদিন সকাল থেকেই পুলিশ প্রশাসনের তরফে দেখা গিয়েছে সচেতনতামূলক মাইকিং। মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদে আশ্রয়ে থাকার বার্তা দেওয়া হচ্ছে।প্রশাসনের এই মাইকিং এর বার্তা পেয়েই এদিন সকাল থেকে ভূতনী এলাকার বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকা থেকে মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আশাই বিভিন্ন জায়গায় ছুটছে। মানিকচকের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় সকাল থেকে জেলা শাসক রবিবার সাত সকালেই বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গেলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। ভূতনী ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেন এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদে থাকার বার্তা দেন এছাড়াও মানিকচক ও ভূতনীর বন্যা কবলিত এলাকার দুর্গতদের জন্য ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি মানিকচক ব্লক দপ্তরে যান বলে খবর।

কেলেঘাই নদীর উপর দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত প্রায় একশো গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: জলে ভরপুর কেলেঘাই নদী! নেই কোনো স্থায়ী ব্রিজ। ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত প্রায় ১০০ টি গ্রামের মানুষের। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের কুশবসান অঞ্চলের কেলেঘাই নদীর উপর নেই স্থায়ী ব্রিজ। যার জেরে প্রায় ১০০ টি গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধের মুখে, যাতায়াতে ঝুঁকি বাড়ছে। নৌকোর মাধ্যমে চলছে যোগাযোগ স্থাপন। এর জেরেই সমস্যায় পড়েছেন বহু সংখ্যক মানুষ। তারা দাবি করছেন প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে বারবার দাবি রাখা হলেও এখনো পর্যন্ত তা কোন কার্যকর হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে কুশবাসন অঞ্চলের প্রধান টুম্পারানী রাউল বলেন আমরা ব্লকে ও জেলায় এই বিষয় নিয়ে জানিয়েছি, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি এই বিষয়ে কাজ শুরু করার জন্য। আমরাও চাই সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান হোক। তবে প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করলে ক্যামেরার সামনে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। বলছেন সমাধান করে দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েও যখন সেই কাজ হয়নি, তখন হতাশায় ভুগছেন এলাকার মানুষরা। যাতায়াতের এই দুর্দশা পূর্ণ পরিস্থিতির কবে অবসান হবে সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রামে মক্তব গড়ে তোলার আহ্বান সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির

এম মেহেদী সানি ● শাসন

আপনজন: প্রত্যেকটি শিশুর ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষাকে মজবুত করতে প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে মক্তব গড়ে তোলার অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্য জমিয়তে উলামা'র সভাপতি ও রাজ্যের গ্রন্থগার মন্ত্রী হযরত মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। বিশিষ্ট আলেম মরহুম হযরত মাওলানা সোহরাব খান রহ. সাহেবের স্মরণ সভা ও দোয়ার মজলিসে সামিল হয়ে উপস্থিত সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর পরকালে পাড়ি দেন বাংলার বিখ্যাত আলেম পবিত্র কোরআনের ভাষ্যকার ও বর্ধমান জেলা জমিয়তের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মুফাসসির হযরত মাওলানা সোহরাব খান রহ.। যিনি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বিশিষ্ট এই আলেমকে স্মরণ করে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসনের খড়িবাড়ি 'মাদ্রাসা জামিয়া ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুমে' স্মরণ সভা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য জমিয়তে উলামা'র সভাপতি তথা রাজ্যের

গ্রন্থগার মন্ত্রী হযরত মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী ও মাওলানা নাসির উদ্দিন। মরহুম হযরত মাওলানা সোহরাব খান সাহেবের রহ. জীবনাদর্শ, ইসলাম প্রচার প্রসারের পদ্ধতি তুলে ধরে বর্তমান ইসলাম প্রচারকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'হযরত মাওলানা সোহরাব খান রহ.-এর বক্তব্যে কখনো খামখেয়ালিপনা ছিল না, কখনো বেফাঁস কথা বলতেন না, তার জ্ঞানের গভীরতা ছিল প্রখর। বর্তমানে এমন বক্তা এবং এমন জ্ঞানী মানুষের খুবই অভাব।' এ সময় তিনি বর্তমান আলেমদের উদ্দেশ্যে বলেন 'হাসানো ও কাঁদানো ছেড়ে দিন, সঠিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার করুন। তিনি আরও বলেন আলেম-ওলামাদের দাওয়াত দেওয়া হবে তারপর তারা যাবেন, এমন কেন ? এই অভ্যাস পরিহার করারও অনুরোধ জানান সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বর্তমান পশ্চিমবাংলার বন্যা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে স্মরণসভা ও দোয়ার মজলিস থেকে কোরআনের তফসির বর্ণনা করে বন্যা কবলিত অসহায় দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ এবং নগদ অর্থ সংগ্রহ করেন তিনি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই সাহায্য বন্যা কবলিতদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও জানান। মরহুম শোহরাব খাঁন সাহেব রহ. সাহেবের জামাতা শায়খুল হাদীস, বহু গ্রন্থ প্রনেতা হযরত মাওলানা মুফতি নাসিরুউদ্দীন সাহেব কাসেমী চাঁদপুরীর স্মৃতি রোমন্থন এর মধ্যে দিয়ে মরহুমের বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে।

নাসিরুউদ্দিন সাহেব বলেন, 'শোহরাব খাঁন সাহেব নামাজ কায়েমের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতেন, কোরআনের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ, নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন।' উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তে উলামা'র সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষক কাজী আরিফ রেজা সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার মধ্যে দিয়ে শোহরাব খাঁন সাহেব রহ. সাহেবের জীবনে তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক মাওলানা শাহাদাত হোসাইন মুদী ক্বাসেমী, মওলানা বজরুল রহমান, মাওলানা নজরুল ইসলাম মাযাহিরী, মাওলানা কারী মহিউদ্দীন কাসেমী, মাওলানা আব্দুল হাকিম মাযাহারী, মাওলানা খলীলুল্লাহ মাযাহিরী, মাওলানা নূরুল হক কাসেমী, মাওলানা মুফতি মোজাফফর হোসাইন কাসেমী প্রমুখ। শোহরাব খাঁন সাহেব রহ. -এরস্মরণসভা ও দোওয়ার মাজলিসে উপস্থিত ছিলেন অগণিত ভক্তকুল, মুহিব্বীন ও মোতায়াল্লিকীনরা। মরহুমের রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে দোয়া করেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।

ভাঙড় থেকে 'গদ্দার' চিহ্নিত করার বার্তা দিলেন সাংসদ সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড় থেকে 'গদ্দার' চিহ্নিত করার বার্তা দিলেন রবিবার তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। সঙ্গে নাম না করে তৃণমূলের একাংশকে 'ঘরশত্রু বিভীষণ' বলেও তোপ দাগলেন তিনি। রবিবার ভাঙড়ে তৃণমূলের সভা থেকে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'নিজের দলের গদ্দার চিহ্নিত করতে হবে'। তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার গ্রহণযোগ্যতা মেনে নিতে না পারলে তা কোনও মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা, এমন মন্তব্যও করতে শোনা যায় এদিন সায়নীকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে একবারও ভাঙড়ের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলামের নাম মুখে আনেননি তিনি। কিন্তু ভাঙড়ের রাজনীতিতে শওকত মোল্লা এবং আরাবুল ইসলামের 'তিক্ততার' সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রবিবার ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারে কর্মিসভার আয়োজন করেছিলো তৃণমূল। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। এ দিন তিনি বলেন, 'যাঁরা নির্বাচনের সময় দলের পিঠে ছুরি

মেরেছে আগে তাঁদের চিহ্নিত করা হোক তার পরে আইএসএফ, বিজেপি। আগে দলে থেকে যাঁরা গদ্দারি করছেন তাঁদের বাছাই করুন।'পাঁচ মাস পরে সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হয়েছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। গত শুক্রবার ভাঙড়ের ভোজেরহাট এলাকায় তাঁর ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত লালুবাবু মোল্লার অফিসে ভাঙচুর করা হয়। এর পরেই আরাবুলের অভিযোগ ছিল, শওকত মোল্লার নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।এদিন সাংসদ সায়নী এও বলেন, 'কথায় রয়েছে ঘর শত্রু বিভীষণ। ছাঁকনি বাইরের থেকে করার আগে ভেতর থেকে করা প্রয়োজন।' তবে পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আরাবুল প্রকাশ্যে শওকতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন শুনে এই সাংসদের মন্তব্য, 'আরাবুল দল বিরোধী কাজ করছেন। শওকত মোল্লা ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দল থেকে পরিবারে পরিণত করেছেন। তিনি ভাঙড়ের একজন অভিভাবক।তাঁর এইগ্রহণযোগ্যতা মানতে যদি কারও কষ্ট হয় এটা তাঁর সমস্যা।'শওকত মোল্লা এ দিন বলেন, 'গদ্দার চিহ্নিত করার কথা দল রাজ্যজুড়ে বলছে। যাঁরা দলের নাম বিক্রি করছে তাঁরা গদ্দারই।' যদিও সায়নীর মন্তব্য নিয়ে আরাবুলের প্রতিক্রিয়া, 'সাংসদ ভাঙড়ের পরিস্থিতি জানলে বুঝতে পারতেন।'আর এদিনের সায়নীর এই বক্তব্য ঘিরে সরগরম গোটা রাজ্যে।

ভাইরাল ভিডিওর জেরে দ্রুত রাস্তা সংস্কার শুরু মুরারই বেগুন মোড়ে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মুরারই বেগুন মোড় থেকে হাসপাতাল যাবার রাস্তা খানাখন্দ অবস্থায় রয়েছে।একটু বৃষ্টি হতে না হতেই হাঁটু ভর্তি জল জমা হয়। অথচ এই পথ দিয়ে পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের মানুষের যাতায়াত।যারফলে দু চাকা, চার চাকা সহ বিভিন্ন গাড়ির আনাগোনা লেগেই আছে।বিশেষ করে অটো টোটো এবং মাতৃযান তথা রোগী বা গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার সময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেই প্রেক্ষিতে স্থানীয় যুবকদের দল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ তথা অভিনব ভাবে প্রতিবাদ জানাতে ছিপ হাতে রাস্তার জমা জলে মাছ ধরতে থাকে।সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে ওঠে জেলা জুড়ে।

পাশাপাশি মাছ ধরতে থাকা প্রতিবাদী যুবকদের উদ্যোগে গত শুক্রবার মুরারই-১ নম্বর বিডিও র নিকট স্মারকলিপি জমা দেন।

বেহাল অবস্থায় থাকা রাস্তার উপর গর্তের মধ্যে মাছ ধরে প্রতিবাদ জানানো যুবকবৃন্দের সেই প্রতিবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় এবং নড়েচড়ে বসেন ব্লক প্রশাসন। তড়িঘড়ি রাস্তা মেরামতের জন্য ব্লক প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই মোতাবেক সেদিন থেকেই উক্ত বেহাল অবস্থায় থাকা রাস্তার কাজ জোর কদমে শুরু হয়।প্রতিবাদী যুবকদের মধ্যে সঞ্জিবুর রহমান,সুমন সেখ, রাহিদ মন্ডল,সিপন সেখ জানান বিডিও সাহেব আমাদের আশ্বস্ত করেন এবং বলেন রাস্তার দুই পাশে নিকাশি নালা সহ পেভারব্লক দিয়ে রাস্তা পাকাপোক্ত করে দেওয়া হবে ছয়মাস পর।তবে আপাতত যেমন করে হোক চলাচলের উপযুক্ত ভাবে রাস্তার কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।তিনি কথা রেখেছেন শুক্রবার থেকেই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।

এমনকি রাস্তার কাজ তদারকি করতেও সরজমিনে উপস্থিত হন মুরারই-১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারী ।যারপরনাই যুবকদের চোখে মুখে হাসির রেখা স্পষ্ট।

পুলিশ ও পুরসভার যৌথভাবে আত্রেয়ী নদীর কল্যাণী ঘাট পরিদর্শন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পুজোর আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। সেই উৎসবের কথা মাথায় রেখেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ।শারদোৎসবের শেষ হয় প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে। তাই সেই প্রতিমা বিসর্জন পর্ব মসৃণ করতে বালুরঘাট থানার পুলিশ এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। রবিবার বালুরঘাট পৌরসভা, ট্র্যাফিক বিভাগ ও বালুরঘাট থানা যৌথভাবে আত্রেয়ী নদীর কল্যাণী ঘাট পরিদর্শন করলেন। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট সদর ট্র্যাফিক আইসি অরুন কুমার তামাং, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তি নাথ পাঁজা সহ আরো অনেকে।

দুর্গাপুজোর পর নিরঞ্জনের সময় যাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ঘাটের চারপাশে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি এড়াতে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ঘাট চত্বরের ভিড় সামলানোর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে প্রশাসন।

এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, 'প্রতিমা নিরঞ্জন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে প্রশাসন সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখা হবে। যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। ঘাটে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো ফাঁক রাখা হবে না।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অভয়া ডেন্টাল ক্লিনিক হাওড়ায়

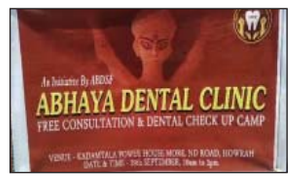

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: তিলোত্তমার বিচারের দাবির পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে এর আগে খোলা হয়েছিল অভয়া ক্লিনিক। এবার হাওড়ার কদমতলা পাওয়ার হাউস মোড়ে খোলা হলো অভয়া ডেন্টাল ক্লিনিক। এর মাধ্যমে জুনিয়র চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষের বিনামূল্যে দন্ত রোগের চিকিৎসা পরিষেবা দিলেন। রবিবার সকালে হাওড়ার কদমতলা পাওয়ার হাউস মোড়ে এই অভয়া ডেন্টাল ক্লিনিক খোলা হয়। চিকিৎসকেরা জানান, তাঁরা অভয়ার যেমন বিচার চান তেমনি রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর নার্সদের উপর যেভাবে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে তারও প্রতিকার তারা চান। পাশাপাশি তাঁরা চান সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাক।

আবারও ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়ায় মাইকিং করে সতর্ক বার্তা

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লাগাতার বন্যার জল গঙ্গায় প্রবেশ করায় ফারাক্কা বাঁধের বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে জল আর সেই কারণে এবার পূর্বের সব রেকর্ড ভেংগে প্রায় কুড়ি লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হবে বলে সূত্রে জানা যায়,তার পর থেকে জেলার পদ্মা নদী তীরবর্তী ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক বার্তা দেন।পাশাপাশি অপ্রয়োজনে পদ্মা নদীতে যেতে নিষেধ করেন।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা যায় রবিবার সকাল থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ কিউসেক জল ছাড়বে ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বলে সূত্রে খবর । গত দুই দিন জল না ছাড়ায় পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকায় বন্যার জল কমতে শুরু করেছিল,ফের ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়া হলে এবার বন্যায় পরিণত হতে পারে জেলার পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকার পাশাপশি রানীনগর ২ ,ভগবানগোলা ,সাগর পাড়া জলঙ্গি পদ্মা নদীর তীরবর্তী চরের গ্রামে বসবাসকারীদের রাতের ঘুম উড়েছে জল ছাড়ার আতঙ্কে। জলঙ্গি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাস কারীদের সাবধান ও সতর্ক ভাবে নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ দেন,পাশাপশি যেকোনো সমস্যা হলে ব্লক ও স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানানোর বার্তা দেন।গত কয়েক বছর পর এমন জল বাড়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে চরের বাসিন্দারা।এখন দেখার কবে বন্যার সমস্যা থেকে রেহাই পাই।

ফরওয়ার্ড ব্লকের নয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: নলহাটি পাথর শিল্পাঞ্চলে বহু শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে।

অবিলম্বে তাদের কাজের ব্যবস্থা করার দাবী সহ মোট ন'দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি দিল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। রবিবার বেলা ১ টা নাগাদ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় নলহাটি থানায়। তাদের দাবি শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক ১৮ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।নলহাটি পাথর শিল্পে বয়স্কদের জন্য পেনশন এবং ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। নলহাটি পাথর শিল্পকে সামনে রেখে অবৈধ তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে। এবং নলহাটি জাতীয় সড়ক সহ বাজারে যে যানজট তৈরী হচ্ছে প্রশাসনকে যানজট মুক্ত করার দাবি সহ ন'দফা দাবিতে নলহাটি থানায় স্মারকলিপি দিল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ট্রেড ইউনিয়ন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা সম্পাদক দীপক চট্টোপাধ্যায়, পাথর লোডি লোডিং মজদুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক আকবর আলী, নলহাটি বিধানসভা এলাকার লোকাল সম্পাদক হাসিবুল শেখ সহ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

প্রথম নজর

ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে দুটি মানচিত্র দেখালেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় দুটি মানচিত্র দেখিয়েছেন। ভাষণে দেখানো ওই মানচিত্র দুটির কোথাও ছিল না ফিলিস্তিন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, একটি মানচিত্রে সবুজ রঙ দিয়ে কিছু দেশকে 'আশীর্বাদ' এবং আরেকটি মানচিত্রে কিছু দেশকে কালো রঙ দিয়ে চিহ্নিত করে 'অভিশাপ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। দুই মানচিত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল, তা হল ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা। নেতানিয়াহুর ডান হাতে থাকা মানচিত্রে কালো রঙে চিহ্নিত 'অভিশপ্ত' দেশ গুলো ছিল- ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেন। যার মানে হচ্ছে, এই দেশগুলো ইসরায়েলের জন্য হুমকি। আর নেতানিয়াহুর বাঁ হাতে থাকা মানচিত্রে সবুজ রঙে চিত্রিত 'আশীর্বাদ' এর দেশগুলো ছিল– মিশর, সৌদি আরব ও সুদান এমনকি ভারতও। যার মানে হচ্ছে, এই দেশগুলো ইসরায়েলের জন্য হুমকি নয়। জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে নেতানিয়াহু লেবানন, সিরিয়া ও ইয়েমেনে চলমান সহিংসতার জন্য ইরানকে দায়ী করেন। লেবাননের হিজবুল্লাহ, গাজার হামাস এবং ইয়েমেনের হুতিদেরকে ইরানের আর্থিক ও সামরিক সহায়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি তাদের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারক প্রভাবের প্রমাণ। নেতানিয়াহু বলেন, ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরান-সমর্থিত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একাধিক ফ্রন্টে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে। ইরানকে হুঁশিয়ার করে তিনি বলেন, আপনারা যদি আমাদের ওপর হামলা চালান, তাহলে আমরাও আপনাদের ওপর হামলা চালাব। নেতানিয়াহু যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন কয়েক'শ কূটনীতিক প্রতিবাদ জানিয়ে বাইরে বের হয়ে যান। নেতানিয়াহু বলেন, বিশেষ করে লেবানন ও গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান ইরানের আগ্রাসনের জবাব। যত দিন হিজবুল্লাহ যুদ্ধের পথ বেছে নেবে, ততদিন ইসরায়েলের এই হুমকি দূর করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেছেন, নেতানিয়াহুকে থামাতে হবে, কারণ তিনি গোটা অঞ্চলকে প্রকাশ্য যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি, ইসরায়েল দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আমরা এখন সবাই ইয়েলের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি (নেতানিয়াহু) বিপদ সৃষ্টি করছেন। কারণ তিনি দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান চান না।

নাসরুল্লাহ হত্যা : ইসরাইলকে সতর্ক করে যে হুঁশিয়ারি দিল রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরাইলি বর্বর বিমান হামলায় লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ায় কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'আমরা ইসরাইলের সর্বশেষ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাই' এবং লেবাননে 'অবিলম্বে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার' আহ্বান জানিয়েছি। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে যোগ করেছে যে এই হত্যাকাণ্ডের ফলে এই অঞ্চলে যে 'দুঃখজনক' পরিণতি হতে পারে তার জন্য ইসরাইল 'সম্পূর্ণ দায় বহন করবে'। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রচলিত চর্চা নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি।

ইয়েমেনে বড় হামলা চালাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর দেশটিতে বড় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। ইয়েমেনি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, আজ রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) বন্দরনগরী হোদেইদাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হোদেইদার একটি জায়গা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হচ্ছে। গত এক মাসে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে তিনটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এরপরই দেশটির গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরীতে হামলার ঘটনা ঘটল।সৌদির সংবাদমাধ্যম আলআরাবিয়া জানিয়েছে, ইসরায়েল হোদেইদা বন্দরেই হামলা চালিয়েছে। এতে লক্ষ্য করা হয়েছে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সংবাদমাধ্যমটি নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের জবাব দিতেই ইয়েমেনে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। হুথি বিদ্রোহী মুখপাত্র বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ইয়াাহিয়া সারে গতকাল জানান, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিমান ইসরায়েলে আসার পর তারা বেনগুরিয়ন বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছেন। হিজবুল্লাহর প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালানো হয় বলে জানান তিনি।
গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হয়। হামাসকে সহযোগিতা করতে এরপরের দিন এগিয়ে আসেন হিজবুল্লাহর সদ্য প্রয়াত প্রধান নেতা হাসান নাসরুল্লাহ। এছাড়া এতে যোগ দেয় ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরাও।
তারা ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে লোহিত সাগরে ইসরায়েলগামী জাহাজে প্রথমে হামলা চালানো শুরু করে। এরপর যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন জাহাজকেও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও আধিপত্য বিস্তার করতে উদ্যোগ নিয়েছে তুরস্ক সরকার।
মহাদেশটিতে তুরস্কের কৌশলগত অবস্থান বাড়াতে সম্প্রতি আংকারা বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সোমালিয়ায় অফশোর তেলের খনি সন্ধান ও সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানে একটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র চালুর চেষ্টা করছে তুরস্ক। তবে ইতিমধ্যে সে মহাদেশে চীন ও রাশিয়ার শক্তিশালী উপস্থিতি থাকায় তুরস্কের জন্য কাজটি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালে আফ্রিকান ইনিশিয়েটিভ পলিসি গ্রহণ করার মাধ্যমে অঞ্চলটিতে বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো দৃঢ় করার উদ্দেশে কাজ করছে তুরস্ক। এই নীতির অধীনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তুরস্ক সরকার প্রচুর শক্তি ও পরিকল্পনা করেছে।
ইস্তাম্বুলের ইয়েদিটেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলকান ইপেক জানান, 'এর উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা। এই বিবেচনায়, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আফ্রিকা অঞ্চল এমনকি মহাদেশটি বেশ স্থিতিশীল।' গত দুই দশকে আফ্রিকার দেশগুলোতে তুরস্কের দূতাবাসের সংখ্যা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। ২০০২ সালে আফ্রিকায় তুরস্কের দূতাবাস ছিল ১২টি, যা দুই দশক পর ২০২২ সালে এসে ৪৪-এ উন্নীত হয়েছে। তুরস্কের প্রভাব বৃদ্ধির আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় তুরস্কের ব্যবসায়িক সম্প্রসারণেও। ২০০৩ সালে ৫৪ কোটি মার্কিন ডলারের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়ে ২০২২ সালে চার কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।
তবে ২০২৩ সালে এই পরিমাণ তিন কোটি ৭০ লাখে নেমে আসে। আফ্রিকায় তরুণ প্রজন্ম, সেখানকার বাজারে পণ্যের চাহিদা ও ব্যবসায়িক লাভের কারণে আফ্রিকা মহাদেশ তুরস্কের ব্যবসায়ীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। তবে মহাদেশটির বাজারে তুরস্ককে লড়াই করতে হচ্ছে রাশিয়া, চীন ও গালফ উপসাগরীয় অঞ্চলের আরবদেশগুলোর সঙ্গে।
তুরস্কের বাইরে তাদের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে কয়েকটি চুক্তির পর মোগাদিশু তুরস্কের সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।
এ ছাড়া জুলাই মাসে তুরস্কের জ্বালানিমন্ত্রী আলপারসলান বায়রাকতার সোমালিয়ার সঙ্গে একটি তথাকথিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন চুক্তি সই করেন, যা আংকারাকে সোমালি উপকূলের তিনটি ব্লকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। চলতি বছর তুরস্ক সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ অথবা অক্টোবরের শুরুর দিকে এই অঞ্চলে একটি অনুসন্ধান জাহাজ পাঠাতে পারে। জরিপ অনুসারে দেশটিতে কমপক্ষে তিন হাজার কোটি ব্যারেল তেল ও গ্যাসের মজুদ রয়েছে।
প্যারিসভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ভূমধ্যসাগরীয় অবজারভেটরি ফর এনার্জি অ্যান্ড ক্লাইমেটের (ওএমইসি) হাইড্রোকার্বন ও জ্বালানি সুরক্ষার পরিচালক সোহবেট কারবুজ এই অনুসন্ধান অংশীদারিকে তুরস্কের জ্বালানি সরবরাহ সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'কৌশলগত পদক্ষেপ' হিসেবে বিবেচনা করেন।
এদিকে তুরস্ক আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশের জন্য নিজেদের একটি প্রধান নিরাপত্তা অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। তুরস্কের সংসদ সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সোমালিয়ায় দুই বছরের জন্য সামরিক বাহিনী মোতায়েনের আইন অনুমোদন করেছে।
ইপেক বলেন, 'অস্ত্রের প্রয়োজনজনিত ঘটনার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১১ সাল থেকে জিহাদি সন্ত্রাসীরা সক্রিয় রয়েছে এবং সাহেল অঞ্চলে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।'
সুইডেনের এসআইপিআরআই শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, নাইজেরিয়ার কাছে যুদ্ধ হেলিকপ্টার বিক্রয় ও প্রশিক্ষণ বিমানের পাশাপাশি আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে চালকবিহীন টিবি২ বায়রাকতার ড্রোন বিক্রির মাধ্যমে তুরস্ক সাব-সাহারান আফ্রিকার চতুর্থ বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারীতে পরিণত হয়েছে। তবে তুরস্কের সংস্থাগুলোকে চীনের সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। বিশেষত বড় প্রকল্পগুলোর প্রয়োজনীয় অর্থায়নে চীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু ২০২৩ সালে আফ্রিকায় চীনের বিনিয়োগ মোট ২৮ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে তুরস্কের বিনিয়োগ প্রায় এক হাজার কোটি ডলার।

সংকটের সামনে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়: সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ বলেছেন, বিশ্বে সংকট বাড়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে নাপেয়ে নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর বলেন, দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সকলের উচিত রাজনৈতিক বিভাজন পরিহার করে সংলাপ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পৃক্ত হওয়া। তার দেশ এ অঞ্চলে এবং অন্যত্র শান্তি ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক সংঘটিত সকল অপরাধের নিন্দা ও বিরোধিতা করে এবং গাজায় সাম্প্রতিক যুদ্ধ এই জনগণের দুর্ভোগের সর্বশেষ সংযোজন।
গত বছরের নভেম্বরে তার দেশ আরব ও মুসলিম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এমন প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য একটি যৌথ আরব-ইসরাইল সম্মেলন করেছে। এভাবে সৌদি আরব রক্তপাত বন্ধ, মানবিক সহায়তা প্রদান এবং ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবি বাস্তনায়নের বিশেষ করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করে। তিনি বলেন, সৌদি আরব এ বছরের ১০ মে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত প্রস্তাবটিকেও সমর্থন করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হওয়ার শর্তাবলি পূরণ করে।
তার দেশ এ পর্যন্ত গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের জন্য ৫ বিলিয়ন ডলার সহাযতা দিছে এবং তাদের জন্য ১০৬ বিলিয় ডলারের সাহায্য প্রকল্পে জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থার সাথে কাজ করছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থার (ইউএনআরএ) সহযোগিতায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি সংকটের একটি ন্যায্য সমাধান প্রয়োজন, যখন আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি এবং সমস্ত ধরনের পদক্ষেপের উন্মুক্ত রেহাই ইসরাইলকে এই উত্তেজনা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে চুক্তির মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। ইরান তার পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সংকটের সমাধানের মাধ্যমেই এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা জোরদার করা সম্ভব। সৌদি আরব ইয়েমেন এবং লোহিত সাগরে সঙ্কট সমাধানের প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে, যেখানে হুথি হামলা আন্তর্জাতিক শিপিংকে হুমকির মুখে ফেলেছে। একইভাবে, তার দেশ সুদানে শান্তি ও স্থি'তিশীলতা পুনরুদ্ধারে তার দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং জেদ্দায় যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে তৃতীয় দফা আলোচনার আয়োজন করছে। ফয়সাল বিন ফারহান বলেন, আফগানিস্তানকে এই অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সন্ত্রাসীদের দয়ায় আর একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সেজন্য দেশের মানবিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি করা জরুরি, যার কারণে সেখানে বিভিন্ন গ্রুপ ও মিলিশিয়া তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট সমাধান করা এবং সৌদি আরবের যুবরাজ এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। তিনি বলেন তার দেশ বিভিন্ন দেশের বন্দীদের মুক্তির ঘোষণা দিয়েছে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক চলছে। সৌদি আরব বিরোধের পক্ষগুলোর মধ্যে মধ্যস্থ'তার জন্য তার প্রচেষ্টা বাড়াতে প্রস্তুত।

নারী শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী সমাবেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লেবাননের ১০ লাখ ক্ষতিগ্রস্তের জন্য জাতিসংঘের জরুরি খাদ্য সহায়তা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) রোববার বলেছে, লেবাননে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ লাখ মানুষের জন্য খাবার সরবরাহ করার একটি জরুরি অভিযান শুরু করেছে তারা। রোম থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছে, এই সপ্তাহান্তে সংঘাত ত্বরান্বিত হওয়ায় ডব্লিউএফপি আরো তাৎক্ষণিক মানবিক পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, সারা দেশে আশ্রয় ও খাবারের জন্য তৈরি খাদ্যের রেশন, রুটি, গরম খাবার এবং খাবারের পার্সেল বিতরণের কথা ঘোষণা করেছে।
বৈরুতের বাইরে বোমা হামলায় ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীর নেতা হাসান নসরাল্লহকে হত্যার দুই দিন পর ইসরাইল রোববার বলেছে, তারা লেবাননে কয়েক ডজন হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে নতুন বিমান হামলা চালাচ্ছে। হামাস গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামলা চালানোর পর থেকেই ইসরাইল ও হিজবুল্লাহ'র মধ্যে আন্ত:সীমান্ত হামলা চলতে থাকে। নসরালাহ হত্যাকা- এই হামলা-পাল্টা হামলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
কর্মসূচির লেবাননের কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাথিউ হলিংওয়ার্থ এক বিবৃতিতে বলেন, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ডব্লিউএফপি'র সহায়তা হাজার হাজার নতুন বাস্তুচ্যুত মানুষের কাছে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বছরের শেষ নাগাদ অভিযান চালু রাখতে অর্থায়নের জন্য ১০৫ মিলিয়ন সংগ্রহের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'সঙ্কট গভীর হওয়ার সাথে সাথে আমরা নগদ ও খাদ্য সহায়তার মিশ্রণে দশ লাখ লোককে সহায়তা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

অভিবাসন বিধি কঠোর করবেন কমলা

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ইউএস-ম্যাক্সিকো সীমান্তে একটি বিরল সফর করেছেন। সেখান থেকে তিনি অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩০ মি.

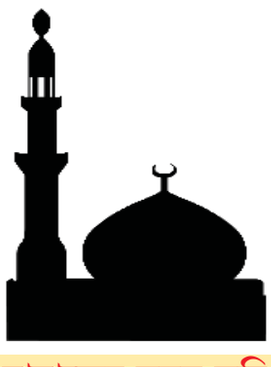

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৭	৫.২৮
যোহর	১১.৩৩	
আসর	৩.৪৬	
মাগরিব	৫.৩০	
এশা	৬.৪০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত ১৭

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্দুকধারীদের নির্বিচার গুলির ঘটনায় ১৭ জন নিহত হয়েছে। পুলিশ হামলাকারীদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।
শুক্রবার পূর্বাঞ্চলীয় কেপ প্রদেশের লুসিকিস্কি গ্রামের দুটি বাড়িতে ঢুকে বন্দুকধারীরা গুলি চালায়। একটি বাড়িতে নিহতদের ১২ জন নারী ও একজন পুরুষ। আর অপর বাড়িতে নিহতদের তিনজন নারী এবং একজন পুরুষ। আরেকজন ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছেন বলে জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন হেলেনের তাণ্ডব, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৪

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, নর্থ ও সাউথ ক্যারলিনা এবং ভার্জিনিয়ায় স্মরণকালের ভয়াবহ হারিকেন হেলেনের তাণ্ডবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪ জনে। এর মধ্যে ২৫ জন সাউথ ক্যারলিনার, জর্জিয়ার ১৯ এবং ফ্লোরিডার ১১ জন রয়েছেন।
শক্তিশালী এ ঝড়ে লাখ লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়েছেন, গৃহহারা মানুষের সংখ্যাও অসংখ্য। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে ফ্লোরিডা ও জর্জিয়া। বন্যার পানিতে আটকে পড়াদের উদ্ধারে নৌকা, হেলিকপ্টার ও বড় যানবাহন ব্যবহার করা হচ্ছে। বীমা কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারণা ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক শত বিলিয়ন ডলারে উঠতে পারে।
গত বৃহস্পতিবার রাতে ফ্লোরিডার বিগ বেন্ড এলাকায় ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে ৪ ক্যাটাগরির এই ঘূর্ণিঝড়। এরপর সেটি জর্জিয়া, ক্যারোলিনা এবং টেনেসির দিকে অগ্রসর হয়। এর প্রভাবে সেসব অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিতে নদী-খাল প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় উত্তর ক্যারোলিনায় রাস্তা ও আন্তঃরাজ্য মহাসড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অঞ্চলটি।
ফ্লোরিডার স্টিনহ্যাচি শহরের বাসিন্দা জানালিয়া ইংল্যান্ড বলেন, আমি এত মানুষকে গৃহহীন হতে কখনো দেখিনি।

সিরিয়ায় বিমান হামলায় ইরানপন্থি ১২ যোদ্ধা নিহত

আপনজন ডেস্ক: সহিংসতায় উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের আরেক দেশ সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে বিমান হামলায় ১২ জন ইরানপন্থি যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অনেকে। তবে ঠিক কারা এই হামলা চালিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) এসব তথ্য জানিয়েছে পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস। সংস্থাটি বলেছে, 'অজ্ঞাত উৎস' থেকে সিরিয়ার দেইর এজ-জোর শহর ও এর পূর্বাঞ্চল এবং ইরাকের সীমান্তবর্তী বোকামাল অঞ্চলে সামরিক অবস্থানগুলোতে বিমান হামলা চালানো হয়। এতে ১২ জন ইরানপন্থি যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। দেইর এজ-জোর বিমানবন্দরের কাছেও পাঁচটি সামরিক অবস্থানে হামলা চালানো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ এসব হামলার দায় স্বীকার করেনি বলে জানিয়েছে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটিকে সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে ইরান। অন্যদিকে, ইসরায়েল ইরানপন্থি গোষ্ঠীগুলোকে নিশানা করে সিরিয়ায় শত শত বিমান হামলা চালিয়েছে। অঞ্চলটিতে যুক্তরাষ্ট্রও ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে বহুবার হামলা চালিয়েছে।
ইসরায়েল সাধারণত সিরিয়ায় হামলাগুলোর বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করে না। তবে তারা একাধিকবার জানিয়েছে, ইসরায়েল সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতি বাড়তে দেবে না।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৬৬ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন ১৪৩১, ২৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

জোড়াতালি

আজকাল যেন সকল কিছুর মধ্যেই জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপারটি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জোড়াতালির ভালোমন্দ উভয় দিকই রহিয়াছে, যেমন রহিয়াছে মিথ্যার ভালোমন্দ দিক। মিথ্যার আবার ভালো দিক কী? এমন প্রশ্ন করা হইলে ইহার সহজ উত্তরে বলা যায়–জীবন বাঁচাইবার স্বার্থে মিথ্যা বলা দূষণীয় নহে। একইভাবে জোড়াতালি দেওয়াটাও দূষণীয় নহে, যদি উহা হয় ইতিবাচক অর্থে। তাহা হইল মিতব্যয়িতা। জ্ঞানীগুণী প্রাজ্ঞ মানুষ মিতব্যয়ী হইয়া থাকেন। একটি জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত কাজে লাগানো যাইতেছে ততক্ষণ অবধি উহাকে কাজে লাগানোটা হইল অপচয় রোধ করা। আর কে না জানে, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। সুতরাং শয়তানের ভাই না হইবার জন্য জোড়াতালি দিয়া পোশাক পরিধান করা নিশ্চয়ই উত্তম ব্যাপার; কিন্তু আধুনিক কালে যাহাদের জীবনে সচ্ছলতা আসিয়াছে, তাহাদের সাধারণত আর জোড়াতালির প্রয়োজন পড়ে না। এখন জোড়াতালি দেয় তাহারাই যাহারা নিরুপায়, অসহায়। এই জন্য জোড়াতালি দেওয়া পোশাকে কোনো ব্যক্তিকে দেখিলে আমরা বহুকাল ধরিয়া মনে করিতাম তিনি দীনদরিদ্র; কিন্তু জোড়াতালি যখন দিকে দিকে ফ্যাশনে পরিণত হয়, তখন তাহা চিন্তার বিষয় বটে।

আধুনিক ফ্যাশনে আমরা দেখিতে পাই কেতাদুরস্ত ছেলেপুলেরা ছেঁড়াফাটা জোড়াতালি দেওয়া জিনসের শার্টপ্যান্ট পরিতেছে। মুখ না দেখিয়া শুধু পোশাক দেখিলে শুরুতে ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে ভবঘুরে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাকি সাজসজ্জা দেখিয়া ভ্রম দূর হয়। যেন যত অধিক জোড়াতালি তত অধিক ফ্যাশন; কিন্তু কেন জোড়াতালি হইয়া উঠিতেছে ফ্যাশনের অংশ। ইহা বুঝিবার পূর্বে জোড়াতালির আভিধানিক অর্থ ও প্রয়োগ দেখে নেওয়া যাক। কোনোরকমে কাজ চালানোর ব্যবস্থা তথা ঠেকনা দিয়া কোনো প্রকারে কার্যোপযোগী করিবার চেষ্টাকে বলা হয় জোড়াতালি। ইহার সমার্থক বাগধারা হইল তাপ্পি মারা, কষ্টেসৃষ্টে, টায়টায়, টেনেটুনে, টেনেবুনে ইত্যাদি। জোড়াতালিকে 'গোঁজামিল'ও বলা হইয়া থাকে। অর্থাত্ 'জোড়াতালি' হইল 'বাজে বুঝ' দেওয়া, উলটাপালটা হিসাব দিয়া অঙ্ক মিলাইয়া দেওয়া, কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়া হিসাব মিলানো। ইহা অবশ্যই ফাঁকিবাজি। যেনতেন প্রকারে মিল দিলেই তো আর মিল হয় না।

এই জন্য জোড়াতালি বহু ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। একটি আয়না ভাঙিয়া গেলে উহা জোড়াতালি দিয়া ঠিক করিতে চাহিলে দুইটি প্রতিবিম্ব তৈরি করিবে। অর্থাত্ আয়নাটা তখন আপনার বিকৃত প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করিবে। জোড়াতালি আমাদের দৃষ্টিকে আহত করে। জোড়াতালির মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন জিনিসও দৃষ্টিদূষণ ঘটায়। জোড়াতালি-মার্কা সম্পর্ক, কিংবা জোড়াতালির বাঁধ যে কোনো সময় বিপর্যয় ঘটাইয়া দেয়। এই জন্য জোড়াতালির বাঁধ হইল বালির বাঁধের সমতুল্য। সুতরাং জোড়াতালি দিয়া যখন কিছু করা হয়, তখন উহা কখনই টিকসই হয় না। আর টিকসই না হইলে জোড়াতালি হইয়া যায় সাময়িক ব্যবস্থা। এখন এই সাময়িক ব্যবস্থা যখন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাহা হইয়া যায় নির্বুদ্ধিতা। যাহা টিকসই নহে, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সেই জোড়াতালির প্রয়োগ কখনই কোনো দূরদর্শী ব্যক্তি করিতে পারেন না। সুতরাং জোড়াতালি যদি কার্যকর হইত, তাহা হইলে কথা ছিল; কিন্তু যেই জোড়াতালি কাজে লাগে না, বরং ক্ষতির কারণ হয়–সেই জোড়াতালি দিয়া লাভ কী?

আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই পৃথিবীতে, রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারে ও রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদিতে জোড়াতালির মাধ্যমে অনেক জঞ্জাল বাড়ানো হইতেছে। জোড়াতালি হইল কথায় ও কাজের অমিল। কথা ও কাজে মিল না থাকিলে তাহা কখনই শুভ ফল প্রদান করে না। এই জন্য জোড়াতালি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেওয়া উচিত। কথায় আছে–ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

আল জাজিরার বিশ্লেষণ

নাসরুল্লাহকে হত্যা: মধ্যপ্রাচ্যে এখন কী হবে

৩২ বছর ধরে হিজবুল্লাহর নেতা ছিলেন হাসান নাসরুল্লাহ। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন তিনি। হিজবুল্লাহর দক্ষিণ ফ্রন্টের কমান্ডার আলী কারকি এবং অন্যান্য হিজবুল্লাহ কমান্ডারও বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠ দাহিয়েহতে ব্যাপক বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, মাত্র এক সপ্তাহ আগে বৈরুতে হিজবুল্লাহর সিনিয়র কমান্ডার ইব্রাহিম আকিলকেও হত্যা করে ইসরায়েল। ইরানে ইসরায়েলের হাতে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোপ্রধান ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার মাত্র দুই মাস পর এসব ঘটনা ঘটল।

এ মাসের শুরুতে লেবাননে নজিরবিহীন হামলায় হিজবুল্লাহ কমান্ডারদের পেজার ও অন্যান্য যোগাযোগ ডিভাইসগুলো বিস্ফোরণে অনেক নেতা মারা যান। সব মিলিয়ে এখন হিজবুল্লাহ একটি শূন্যতায় পড়েছে বলে মনে হয়। ইসরায়েল এটিকে তাদের জন্য বিশাল বিজয় বলে দাবি করেছে। তবে পর্যবেক্ষকেরা শঙ্কা করছেন, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘর্ষের মাত্রা বাড়বে।

তাহলে এরপর কী হবে?

হাসান নাসরুল্লাহ কে ছিলেন নাসরুল্লাহ তখন হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে টেলিভিশনে বক্তৃতা দিয়েছেন। হিজবুল্লাহ সে সময় ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতায় পেজার হামলার বিষয়ে বক্তব্য দেন।

নাসরুল্লাহর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ১৯৯২ সালে তিনি হিজবুল্লাহর মহাসচিব হন। তাঁর পূর্বসূরি আব্বাস আল-মুসাভি ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

হিজবুল্লাহ (আরবিতে আল্লাহর দল) ইরান-সমর্থিত দল। ১৯৮২ সালে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এটি গড়ে ওঠে। এর বেশির ভাগ সমর্থক শিয়া মুসলমান।

ইসরায়েলের সঙ্গে এক যুদ্ধের পর নাসরুল্লাহর জনপ্রিয়তা শীর্ষে পৌঁছায়। বক্তৃতায় তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলো মিলিয়ে নিপুণভাবে তুলে ধরতেন।

সিরিয়ায় ২০১১ সালের বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করার জন্য প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে যোদ্ধা পাঠিয়েছিলেন নাসরুল্লাহ। এ জন্য কিছু বিশ্লেষক তাঁকে ইরানের মিত্র শিয়া দলের নেতা হিসেবেও সমালোচনা করেছেন।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হয়। নাসরুল্লাহ তখন হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে টেলিভিশনে বক্তৃতা দিয়েছেন। হিজবুল্লাহ সে সময় ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতায় পেজার হামলার বিষয়ে বক্তব্য দেন।

কে কীভাবে নাসরুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হবেন

হিজবুল্লাহর সাত থেকে আট সদস্যের শুরা কাউন্সিল এখন দলের নেওয়া নির্বাচন করবে। হাশেম সাফিউদ্দিন হিজবুল্লাহর বর্তমান নির্বাহী পরিষদের প্রধান। তিনি দলের সম্ভাব্য নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আলোচনায় থাকবেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে সাফিউদ্দিন হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জিহাদ কাউন্সিলেরও সদস্য। এই কাউন্সিল দলের সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। সম্পর্কে তিনি নাসরুল্লাহর মামাতো ভাই।

ইসরায়েলের সাম্প্রতিক পেজার আক্রমণের পর সাফিউদ্দিন বলেছেন, নতুন এই আক্রমণের জন্য বিশেষ শাস্তি দেওয়া হবে ইসরায়েলকে।

হিজবুল্লাহ সর্বশেষ হামলার কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

গতকাল শনিবার একটি বিবৃতিতে নাসরুল্লাহর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হিজবুল্লাহ। তারা বলেছে, গাজার সমর্থনে ও লেবাননের প্রতিরক্ষায় সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবে।

আল-জাজিরার সংবাদদাতা ইমরান খান লেবাননের মারজায়ুন থেকে জানান, নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশের পর হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরায়েলে পাঁচটি রকেট হামলা চালায়।

নাসরুল্লাহর হত্যা হিজবুল্লাহকে দুর্বল করবে?

নাসরুল্লাহর মৃত্যুতে হিজবুল্লাহ সাময়িক ধাক্কা খেলেও দীর্ঘ মেয়াদে থমকে যাবে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, দলটি দীর্ঘ মেয়াদে তেমন বাজেভাবে প্রভাবিত হবে না। কারণ, হিজবুল্লাহ একজন নেতার বদলে অন্য নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত হতে অভ্যস্ত। তাদের বিশাল সামরিক অস্ত্রাগার ও শক্তি এখনো অটুট।

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মারান্দি বলেন, বৈরুতকে হিজবুল্লাহর 'দুর্বলতম জায়গা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, লেবাননে পশ্চিমা দূতাবাস এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অবস্থান করেন। তবে সামগ্রিকভাবে ভাবলে 'ইসরায়েলের সামর্থ্য নেই হিজবুল্লাহকে সামরিকভাবে পরাস্ত করার'। বিশ্লেষকরা বলছেন, দলটি এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে, এমন নয়; তারা বরং অস্থায়ী নেতৃত্বের শূন্যতার মধ্যে কাকে বেছে নেবে, সেটাই প্রশ্ন।

'হিজবুল্লাহ নেই হয়ে যাচ্ছে না,' বলেছেন কার্নেগি মিডল ইস্ট প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো ইয়েজিদ সায়িগ। ইরান এখন তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে না এলেও হিজবুল্লাহ এখন 'কৌশলগত ধৈর্য ধারণ' করবে।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হিজবুল্লাহ একটা ভুল করে ইসরায়েলের তুলনায় নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছে। হামাদ বিন খলিফা ইউনিভার্সিটির পাবলিক পলিসির সিনিয়র অধ্যাপক সুলতান বারাকাত বলেছেন, হিজবুল্লাহ যে বড় ভুল করেছে, তা হলো ইরানিদের প্রক্সি হিসেবে নিজেদের অতিরিক্ত ব্যবহার করে ফেলা। যখন তারা লেবাননের ভূমিতে লেবাননের মানুষের মুক্তির জন্য লড়ছিল, তখন তারা বেশি কার্যকর ছিল।

এটা কি ইসরায়েলের বিজয়

হামলার আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত শুক্রবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য দিয়েছেন। সেখানে তাঁর প্রধান বার্তা ছিল, 'আমরা জয়ী হচ্ছি।' ইসরায়েল হিজবুল্লাহর ওপর এই ধ্বংসাত্মক হামলাকে বড় বিজয় বলে দাবি করছে।

বিশেষজ্ঞরা অনেকাংশে একমত, ইসরায়েল আক্রমণ অব্যাহত রাখবে। তাঁরা হিজবুল্লাহর এই সাময়িক নেতৃত্ব-শূন্যতার সর্বোচ্চ সুযোগ নিতে চাইবে।

যে ইসরায়েলিরা নেতানিয়াহুর বিরোধিতা করছিল, তারা আসলে গাজায় তাঁর ব্যর্থতার বিরোধিতা করেছিল। তারা যুদ্ধবিরোধী জনতা ছিল না।

তবে ইসরায়েল তাদের কথিত প্রতিরোধ নির্মূল এবং পরিস্থিতি শান্ত করবার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। অতীতেও আক্রমণ যত তীব্র হয়েছে, প্রতিরোধও তত বেড়েছে। এবার তার ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই।

ইসরায়েলের আক্রমণ অব্যাহত রাখতে হলে মার্কিন গোলাবারুদ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘটনার পর নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ডকে হিজবুল্লাহর হাতে শত শত মার্কিন হত্যার পাল্টা 'ন্যায়বিচার' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইরান কী প্রতিক্রিয়া জানাবে

নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড ইরানের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়ার শঙ্কা বাড়িয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরান এখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আর এই অঞ্চলে যুদ্ধের মাত্রা বাড়ানোর মধ্যে আরও সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখবে।

নিরাপত্তাবিশ্লেষক আলী রিজক আল-জাজিরাকে বলেন, 'ইরান সম্ভবত সর্বাত্মক আক্রমণের পথ বেছে নেবে না।' দেশটি সম্ভবত ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সরাসরি সংঘর্ষে প্রবেশের আগে ইরাক ও ইয়েমেনে তার মিত্রদের মাধ্যমে যুদ্ধগুলো অব্যাহত রাখবে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান শনিবার নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিবৃতিতে জানান, এ হত্যাকাণ্ড 'প্রতিরোধকে আরও শক্তিশালী করবে'।

মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভুলে যাবে না যে এই 'সন্ত্রাসী হামলার' আদেশ নিউইয়র্ক থেকে জারি করা হয়েছিল। তিনি সম্ভবত শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নেতানিয়াহুর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেই এ কথা বলেছেন।

আল জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

নাসরুল্লাহর মৃত্যুতে হিজবুল্লাহ সাময়িক ধাক্কা খেলেও দীর্ঘ মেয়াদে থমকে যাবে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, দলটি দীর্ঘ মেয়াদে তেমন বাজেভাবে প্রভাবিত হবে না। কারণ, হিজবুল্লাহ একজন নেতার বদলে অন্য নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত হতে অভ্যস্ত। তাদের বিশাল সামরিক অস্ত্রাগার ও শক্তি এখনো অটুট। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মারান্দি বলেন, বৈরুতকে হিজবুল্লাহর 'দুর্বলতম জায়গা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, লেবাননে পশ্চিমা দূতাবাস এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অবস্থান করেন। তবে সামগ্রিকভাবে ভাবলে 'ইসরায়েলের সামর্থ্য নেই হিজবুল্লাহকে সামরিকভাবে পরাস্ত করার'। বিশ্লেষকরা বলছেন, দলটি এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে, এমন নয়; তারা বরং অস্থায়ী নেতৃত্বের শূন্যতার মধ্যে কাকে বেছে নেবে, সেটাই প্রশ্ন। 'হিজবুল্লাহ নেই হয়ে যাচ্ছে না,' বলেছেন কার্নেগি মিডল ইস্ট প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো ইয়েজিদ সায়িগ। ইরান এখন তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে না এলেও হিজবুল্লাহ এখন 'কৌশলগত ধৈর্য ধারণ' করবে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হিজবুল্লাহ একটা ভুল করে ইসরায়েলের তুলনায় নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছে। হামাদ বিন খলিফা ইউনিভার্সিটির পাবলিক পলিসির সিনিয়র অধ্যাপক সুলতান বারাকাত বলেছেন, হিজবুল্লাহ যে বড় ভুল করেছে, তা হলো ইরানিদের প্রক্সি হিসেবে নিজেদের অতিরিক্ত ব্যবহার করে ফেলা। যখন তারা লেবাননের ভূমিতে লেবাননের মানুষের মুক্তির জন্য লড়ছিল, তখন তারা বেশি কার্যকর ছিল।

শ্রীলঙ্কার ভোটের ফলাফল নতুন পথের দিশা

পাশারুল আলম

শ্রীলঙ্কার ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। যা বিশ্ব রাজনীতি ও দেশটির ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলবে। এই নির্বাচনে ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার পার্টির মার্কসবাদী নেতা অনুরা কুমারা দিসানায়েকে ৪২.৩১%ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এই ফলাফল শ্রী লংকার ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণের হতাশা এবং প্রত্যাখ্যানের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মার্কসবাদী নেতা বিরোধী নেতা সজিথ প্রেমাদাসা এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহেকে পরাজিত করেছেন। দিসানায়েক দুর্নীতি-বিরোধী এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার করেছেন। তিনি নিজস্ব একটি প্ল্যাটফর্মকে সামনে রেখে জয়ী হলেন। গত নির্বাচনে ৩% ভোট পেয়ে তিনি চরম ভাবে পরাজিত হন। আজকে সেই দিসানায়েক শ্রীলংকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। একজন সাধারন শ্রমিকের সন্তান হয়েও তিনি তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই জয় কেড়ে নিয়েছেন।

শ্রীলঙ্কায় দিসানায়েকের বিজয় শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক মানচিত্রকে নতুন করে চিত্রিত করেছে। তার প্রচারণার কেন্দ্রে ছিল দুর্নীতির অবসান এবং শোষিত ও বঞ্চিত জনগণের স্বার্থ রক্ষা। এই প্রেক্ষাপটে, শ্রীলঙ্কার ভোটাররা গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে একটি নতুন দিকনির্দেশনার আশা প্রকাশ করেছেন। দেশটি ২০২২ সালে এক চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, যার ফলে খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধের মতো মৌলিক চাহিদাগুলোর ঘাটতি দেখা দেয়। এ সংকটের কারণে ব্যাপক বিক্ষোভের সম্মুখীন হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গোটাবায়া রাজাপাকসে এবং তাকে পদত্যাগ করতে হয়। শুধু তাই নয় তাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। অনেকটা বাংলাদেশের মতই ছিল সেদিনের আন্দোলন।

সালের ২০২২ সালের সেই বিশাল আন্দোলন এবং বিক্রমাসিংহের নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দেশটিকে কিছুটা স্থিতিশীল করতে পারলেও জনসাধারণের মধ্যে তার নীতিগুলোর জনপ্রিয়তা কমে আসে। ভঙ্গুর অর্থনীতিকে বাঁচাতে গিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) শর্তগুলি নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য আরও চাপ সৃষ্টি করে। ফলে তার প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। দিসানায়েক এই অসন্তোষের প্রতি মনযোগ দিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার এই জয়ের মধ্যে জনগণের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দিসানায়েক শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যতকে পুনর্গঠনের জন্য একটি সাহসী পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তিনি এই এম এফ (IMF) এর কঠোর শর্তগুলো পুনঃ আলোচনার উদ্যোগ নিবেন। যাতে সবচেয়ে দরিদ্র জনগণের ওপর বোঝা কিছুটা কমানো যায়। এছাড়া তিনি দেশের কৃষি, উৎপাদন এবং আইটি সেক্টরকে শক্তিশালী করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করবেন বলে জানিয়েছেন। তার এই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। এই বিশ্বাসই জনগনের ভোটের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন শ্রীলঙ্কার আভ্যন্তরীণ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। যদিও দিসানায়েক নতুন অর্থনীতির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাই এই জয় শ্রীলঙ্কার জন্য এক নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি। তবে তার সামনে বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দেশটির ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং ক্রমবর্ধমান নিম্নগামী জীবনযাত্রায় জিডিপিকে এগিয়ে নিয়ে এসে ব্যয়ের সঙ্গে লড়াই করা এখনও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার তামিল বিরোধী মনোভাব প্রতিবেশী ভারতের সংগে কি রকম সম্পর্ক স্থাপন করবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে জনগণের জন্য তিনি যে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছেন, তা সামনের দিনগুলোতে শ্রীলঙ্কাকে একটি নতুন পথে নিয়ে যেতে পারে। দিসানায়েকের নেতৃত্বে দেশটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং তিনি যে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য নতুনভাবে এগিয়ে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে শ্রীলংকার জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা পূর্ণ করতে পারবেন তা নির্ভর করছে আগামী দিনে তার প্রচেষ্টা কতটা সফল হয় তার উপর। এই নির্বাচন শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিবিদদের পরাজিত করে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

প্রথম নজর

‘স্বাধীনতার ভিত্তিই হোক নৈতিকতা’ শীর্ষক সভা জামায়াতের

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: ‘নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি’ শিরোনামে রবিবার বড়ঞা ব্লকের বেলডাঙ্গাতে একটি সুধী সমাবেশের আয়োজন করে জামাআতে ইসলামী হিন্দ বড়ঞা ব্লক। এই সুধী সমাবেশে জামাআতের মুর্শিদাবাদ জেলা বিভাগীয় সম্পাদক আমিরুল বাশার সাহেব বলেন, স্বাধীনতা ও নৈতিকতা প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ। নৈতিকতা বিবর্জিত স্বাধীনতা কখনোই মানব সমাজকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। স্বাধীনতা মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঠিকই; কিন্তু অবাধ স্বাধীনতা এইসব ক্ষেত্রগুলিতে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাই মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে এবং মানুষের নৈতিক জাগরণ ঘটাতে “নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি” শিরোনামে দেশজুড়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে চলেছে জামাআতে ইসলামী হিন্দ। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব বলেন, আজ আমাদের সমাজে নৈতিকতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যার কারনে আমরা সমাজে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি ধর্ষন, খুন, রাহাযানী, অন্যায়ের বাড়বাড়ন্ত। এইসব কিছু রোধে ও মানুষকে সচেতন করতে জামাআতে ইসলামী হিন্দের চলমান প্রচারাভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একসাথে কাজ করার জন্য আহ্ববান জানান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের বেলডাঙ্গা শাখার সভাপতি মাস্টার সেলিম রেজা সাহেব , সংগঠনের বড়ঞা ব্লকের সভাপতি হাবিবর মির্জা প্রমুখ্য সংগঠনের বড়ঞা ব্লকের সভাপতি হাবিবর মির্জা জানান, নৈতিক মূল্যবোধ মেনে চলার মাধ্যমেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব।

ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তগত করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র: নওশাদ

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংবিধান আনা নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তাল হয়েছে গোটা দেশজুড়ে। আর এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে অবিলম্বে বাতিল করার দাবীতে মাঠে ময়দানে প্রতিবাদে নেমে পড়েছে বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলিও। প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে বিপুল জমি সম্পত্তি রয়েছে। এটা সরকারের কোন সম্পত্তি নয়। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য এই জমি মুসলমান পূর্ব পুরুষরা ওয়াকফ বা দান করেছিলেন। মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খানকা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অনুদান, দরিদ্র মেয়েদের বিবাহ, হোস্টেল সহ মুসলমানদের বিভিন্ন কল্যাণের জন্যই ওয়াকফ সম্পত্তি। আর এটার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজে সমস্ত হিসাবপত্র এবং ওয়াকফ এর দ্বায়িত্ব শুধুমাত্র মুসলমাদের অধিকার। এই ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের ব্যক্তিগত সম্পদ এটা কোনো সরকারের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না আর এই নিয়েই প্রতিবাদ জানাতে শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। এদিন রবিবার মালদার কালিয়াচকের নজরুল ভবনে বৈকাল হতে ওয়াফক সংশোধনীয় বিল বাতিলের দাবীতে, ওবিসি সংরক্ষণ বহাল রাখার দাবীতে, ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের অত্যাচার-হত্যার প্রতিবাদে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের কনভেনশন এর আয়োজন করা হয়। এদিনের আয়োজিত কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন, ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও ভাঙ্গড় বিধানসভার বিধায়ক পীরজাদা নাওসাদ সিদ্দিকী। এছাড়াও ছিলেন, আইএসএফ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর, দলের কেন্দ্রীয় সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ মাহী, আইএসএফ- র যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবু জাহেদ, জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শেখ শাহাবুদ্দিন সহ জেলা নেতৃত্বরা। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের কনভেনশনের পর রবিবার মালদার মানিকচক এলাকার ভূতনি বন্যা কবলিত পরিস্থিতি পরিদর্শন করে বিধায়ক নাওসাদ সিদ্দিকী এবং বৈকালে কালিয়াচকের নজরুল ভবনে বিভিন্ন দাবি ও প্রতিবাদ জানিয়ে আইএসএফ এর কনভেনশন। এছাড়াও মালদার কালিয়াচকের তিন মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এও বলেন, শ্রমিকদের জন্যে যে সরকারি অনুদান টা দিচ্ছেন সেটা তিনিই বিধানসভায় আওয়াজ তুলেছিলেন আরও বলেছিলেন প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে নোডাল অফিসারকে দ্বায়িত্ব দেওয়া হোক যাতে শ্রমিকদের সব তথ্য ও তাদের বিপদে আপদে সমস্তরকম সহযোগিতা তারা যেন পায়। এদিন এই সভায় বিধায়ক নাওসাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করেন মালদার কালিয়াচকের রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা মৃত আফরাজুল সেখের, মুম্বাইয়ের কালিয়ানে হাম্বার মেরে হত্যা আব্দুর রহমান ও মুম্বাইয়ে দশতলা নির্মীয়মান বিল্ডিং থেকে পড়ে মৃত এজাজুল মোমিনের পরিবারের লোকেরা।আইএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও বিধায়ক পীরজাদা নাওসাদ সিদ্দিকী তার বক্তব্যে বলেন, দেশব্যাপী ওয়াকফ বোর্ডের হাতে বিপুল জমি সম্পত্তি রয়েছে। সেই ওয়াকফ সম্পত্তি কেন্দ্র সরকার হস্তগত করে কর্পোরেটরদের হাতে তুলে দিতে চাই। এটা কোনমতেই বরদাস্ত করা যাবে না।
ওয়াকফ কোনো সরকারের সম্পত্তি নয়। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য দান করা সম্পত্তি যা ওয়াকফ। এই পদক্ষেপ দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও বিপদ কেননা তাদেরও নানান সম্পত্তির ওপর সরকার থাবা বসাতে পারে। তাই সকলেই এর প্রতিবাদে সোচ্চার হোন। এছাড়াও ওবিসি সংরক্ষণ বহাল রাখতে হবে এবং বর্তমাণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই সংরক্ষণ জরুরী বলে মনে করি। বিশেষ করে আরও বলব মালদা তথা রাজ্যজুড়েই মুড়িমুড়কির মত বাংলার শ্রমিকরা খুন হচ্ছে, নির্মীয়মান বিল্ডিং থেকে পড়ে মারা যাচ্ছে এবং ভিন রাজ্যে শ্রমিকদের উপর যেভাবে অন্যায় অত্যাচার করছে তার তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

পুজো দিতে গিয়ে কান্না অনুব্রতর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল দীর্ঘ দুবছর তীহার জেলে বন্দি থাকার পর। বোলপুর নিচু পট্টি বাড়িতে ফিরেছেন। এরপর থেকে অনুব্রত মণ্ডলের একের পর এক বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করেছেন। অনুব্রত মণ্ডল ঠিক আগে যেমন নিয়মিত দলীয় কার্যালয়ে বসতেন ঠিক দু’বছর পর আবার দলীয় কার্যালয়ে বসছেন পাশাপাশি আজ তিনি সতী পিঠে অন্যতম পিঠ কঙ্কালীতলা পুজো দিতে যান মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল কে নিয়ে এবং সেখানে গিয়ে মা কংকালী মায়ের কাছে পুজো দেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের নামে পুজো দিলেন। তিনি আরো জানান এমন কোন পীঠস্থান নাই যেখানে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন করেন নাই। তিনি আরো বলেন এমন কি পাথর চাপুড়িতে উন্নয়ন হয়েছে।তারপর সকলের খোঁজ-খবর নেন এবং বোলপুরে বাড়িতে ফিরে আসেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়ায় এলাকায় বিডিও, ওসি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়ায় সীমান্তের পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শন করলেন ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ,রানীনগর ২ ব্লকের বিডিও ,যুগ্ম বিডিও ,বিএসএফ আধিকারিক সহ রানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিদ্যুৎ সরকার।রবিবার রাত্রি দশটা নাগাদ পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাদের সতর্ক করেন এবং নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন ।সূত্রে খবর রাত্রিতে আরো বেশি জল ছাড়বে ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ।অন্য রাজ্যর জল ঢুকার কারণে ফারাক্কা ব্যারেজ বিপদ সীমার উপর দিয়ে জল বইছে।সেই কারণে বাঁধের জল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। জল ছাড়ার ঘটনায় পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষের আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে।জল ছড়ায় বন্যার আশঙ্কা করছেন এলাকার মানুষ।

বাগজোলা খালের উপর বেহাল ছেলেগোয়ালিয়া গ্রামের সেতু

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে বাগজোলা খালের উপর নির্মিত ছেলেগোয়ালিয়া কাঠের সেতুর বেহাল অবস্থা। ছেলেগোয়ালির সঙ্গে কচুয়া ও কাঠজ্বালা কে সরাসরি যুক্ত করে এই সেতুটি। দ্রুত কংক্রিটের ব্রিজের দাবি এলাকাবাসীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেতু টির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে আছে। তাদের অভিযোগ বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। উল্লেখ্য এই সেতুটি দিয়ে ছেলেগোয়ালিয়া, কাঠজ্বালা, কচুয়া, সাতুলিয়া, মানিকতলা প্রভৃতি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। কৃষি পণ্য পরিবহণে ব্যাপক অসুবিধা হয় অন্নদাতাদের। ৪ চাকা কোনো গাড়ি সেতুটি দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না।
এছাড়াও সাধারণ পথচারী ও শিক্ষার্থীরা ভয়ে ভয়ে সেতু পারাপার করেন। সেতুটি টি পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যান আজাদ ইনস্টিটিউশন (অসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়), কচুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাঝেরহাট ছেলেগোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। এছাড়াও এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন কাঠজ্বালা ছেলেগোয়ালিয়া এস এ খারেজি মাদ্রাসার ছাত্ররা। এবিষয়ে জানতে চাইলে “আপনজন” প্রতিনিধি কে ছেলেগোয়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা তথা আজাদ ইনস্টিটিউশনের (প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর বেসরকারি বিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান বলেন, ‘বেশ কয়েকবার “দিদিকে বলো”, “ইমিগ্রেশন এ্যাড ওয়াটার ওয়েজ ডিপার্টমেন্ট” তথা সরকারী বিভিন্ন দফতরে ব্রিজের পুনঃ নির্মাণের আবেদন জানালেও অদ্যাবধি কোনো সুরাহা হয়নি। সরকারের কাছে করুণ ও কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি এলাকার মানুষের কল্যাণার্থে ঝুঁকিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল ব্রিজটির যাতে সত্বর পুনঃর্নির্মান হয়।’
সেতুটি সারাই বা পুনঃ যনির্মাণ সম্পর্কে আপনজন প্রতিনিধির পক্ষে সেচ ও জলপথ দফতরের কোনো পদাধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

কবর থেকে গৃহবধূর লাশ তুলে ফের পাঠানো হল ময়নাতদন্তের জন্য

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● পূর্বস্থলী

আপনজন: কবর থেকে এক গৃহবধূর মৃতদেহ তুলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হলো পূর্বস্থলীতে । রবিবার সকালে নাদনঘাট থানা পুলিশের উপস্থিতিতে এই কাজ সম্পন্ন হয়। জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম শবনম খাতুন। তিনি মেমারি থানার অন্তর্গত সিদ্ধড়িয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। চার বছর আগে পূর্বস্থলির বড়ঢেক এলাকার ফিরোজ উদ্দিন মোল্লার সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে শবনমের ওপর নানা ভাবে অত্যাচার করা হতো বলে অভিযোগ। গত ২৩ তারিখ শ্বশুরবাড়ি থেকে শবনমের বাপের বাড়ির লোকদের জানানো হয় যে, তিনি ফ্যান চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন এবং তাকে মস্তেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে বর্ধমান নিয়ে যাবার পথেই তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই দ্রুত কবর দেওয়া হয়, যা মৃতের বাপের বাড়ির লোকদের সন্দেহজনক মনে হয়। তারা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলতে গেলে মারধরের শিকার হন বলে অভিযোগ। শবনমের বাবা শেখ নাসির আলী বলেন, মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মেয়ের কান ও নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এমনকি কবর দেওয়ার পরদিন কবর থেকে মৃতদেহ চুরি করারও পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন। এরপর প্রশাসনের নির্দেশে অভিযোগ দায়ের করা হয়।সেই ভিত্তিতেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলা হয়। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হবে। এদিকে, অভিযুক্তদের সবাই পলাতক রয়েছে।

কিশোর খুনে খড়গ্রামে ফের গ্রেফতার ১

সাবের আলি ● খড়গ্রাম

আপনজন: খড়গ্রাম থানার শঙ্করপুর গ্রামে পারিবারিক বিবাদের জেরে কিশোর খুনের ঘটনায় পুলিস আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল। এনিয়ে পুলিস খুনের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম বাণি ইসরাইল। শঙ্করপুরের বাসিন্দা ইসরাইলকে পুলিস শনিবার রাতে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার ধৃতকে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর শঙ্করপুর গ্রামে কাজিবর রহমানের পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশি লালবাবু শেখের পরিবারের সংঘর্ষ ঘটে। সেই সংঘর্ষে লালবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছোটছেলে আশাবুল শেখ মারাত্মকভাবে জখম হন। সংঘর্ষ পরবর্তীতে তিনজনকেই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পরেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় আশাবুলকে কলকাতার একটি হাসপাতালে রেফার করা হলে রাস্তাতে মারা যান। এই খুনের ঘটনায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর পুলিস শঙ্করপুর গ্রামের কাজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছিল।

রক্তদান শিবির স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের সংকট মেটানোর জন্য এগিয়ে এলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত দেরিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ।
রবিবার দিন রক্তদান শিবির করে স্কুলের মধ্যে, এই রক্তদান শিবিরের উপস্থিত ছিলেন কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, উপস্থিত ছিলেন রামকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাসরিন খাতুন মীর উপপ্রধান মৌমিতা চন্দ্রি। কুলপি পঞ্চায়েতর সভাপতি বন্দনা কর্মকার ও চিকিৎসক আকবর হোসেন কুলপি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শামসুল আলম মীর গ্রামের মানুষ এই রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসেন প্রায় ১০০ জনের বেশি রক্তদান করেন এই রক্তদান শিবিরে এক প্রতিবন্ধী মানুষ আজিজুল শেখ নামে এক ব্যক্তি রক্ত দেন। ডায়মন্ড হারবার ব্লাড ব্যাংকের রক্তের সংকট মেটানোর জন্য এই উদ্যোগ বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

১৪টি এতিম শিশু মানুষ করে বিয়ে দিলেন পানিগোবরা এতিমখানা কর্তা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: ২০১০ সাল থেকে ২০২৪। মাঝখানে গড়িয়ে গেছে চোদ্দটি বছর। এই দীর্ঘ সময়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে কত না স্মৃতি। কিছুই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি। মাঝেমধ্যেই পিছনে ফেলে আসা সেসব স্মৃতি মনের দুয়ারে কড়া নাড়ে দেগঙ্গা মাটি কোমরার অসহায় এতিম বালিকা শাহনাজ পারভীন এবং শাষন থানার অন্তর্গত পাকদা আমিনপুর এলাকায় সেলিমা খাতুন। সে ফিরে তাকায় হারানো সেই দিনের দিকে আর ডুকরে কেঁদে ওঠে তার মন। শুধু কয়েকবছর আগের কোনও এক স্মৃতির কথা মনে পড়লে অন্যসব স্মৃতি অভিমান হয়ে তার মনের কোনে ভেসে ওঠে। তবে সেই অভিমান আজ আর ভাঙাতে চাই না। আজ শুধু চোদ্দ বছর আগের কথা মনে করতে চাই। কারণ, এই দিনটিতে আব্বা ও আম্মা দু’জনকেই হারিয়ে ছিলাম। আজ আমি অসহায় থেকেও সব পেয়েছি। আমার যখন সাত থেকে আট বছর বয়স আমার ঠাঁই হয় বসিরহাটের মাটিয়া থানার অন্তর্গত পানিগোবরা আজিজিয়া জিয়াউলিয়া বালিকা এতিমখানায়। সেলিমা ও শাহনাজ বলেন, আমার হুজুর মাসুমবিল্লাহ আমার পিতার মতো, আমাদের পিতা হারানোর কষ্ট কখনো বুঝতে দেইনি এই মানুষটি। মেয়ের মতো মানুষ করে একজন সুযোগ্য করে আমাদের একে অপরের মেলবন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন তিনি, নতুন জীবনের একটি অধ্যায় সূচনা করলেন, যে মানুষটির উছিলায় আমি দিন পেলাম একটা পরিবার পেয়েছিলাম, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আমার এই হুজুরের এতিমখানা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যেন চালু রেখে দেন। এদিন বিয়েতে এতিমখানার পক্ষ থেকে দম্পতিকে পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার ও আসবাবপত্র দেওয়া হয়। এদিন এতিমখানার সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমি এই মেয়েটিকে বিগত ১৪ বছর ধরে এতিমখানায় রেখে মানুষ করেছি। এতিমখানা থেকে ১৯ জোড়া এতিমদের বিবাহ দিয়েছি আমি। দুঃখে, কষ্টে এদের নিয়ে থেকেছি। আজকে বিয়ে দিয়ে দিলাম। একদিকে যেমন কষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে আনন্দ হচ্ছে যে, একটা এতিম বাচ্চাকে মানুষ করতে পেরেছি। বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট জনেরা।

হাজি-হাজিনের স্মৃতিতে বস্ত্র বিতরণ

দেবাশীষ পাল ● মানিকচক

আপনজন: শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ঈদ উৎসবই নয়, আসন্ন দুর্গাপূজাতে উপলক্ষে হাজী মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন ও হাজিয়ান ফাতেমা বিবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ডা: নিস্তার সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মানুষের পাশে থাকতে সচেষ্ট রয়েছেন। এবারেও ব্যতিক্রম হয়নি। শনিবার মানিকচকের মোহনাতে মানিকচক ব্লক সহ পার্শ্ববর্তী আরও তিনটি ব্লকের ৮৪ টি গ্রামের ৫২২৩ জন মানুষের মধ্যে শাড়ী, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, ও শিশুদের মধ্যে ফ্রক ও শার্ট প্যান্ট বিতরণ করছেন । গত ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এই বিতরণ। চলবে সোমবার পর্যন্ত। পাশাপাশি ভুতনিতে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গতদের ত্রাণ বিলি নৌকায় চেপে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুল বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় নৌকায় করে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী ও তারকেশ্বর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্ত। স্বপন নন্দী বলেন, কয়েক কিলোমিটার নৌকায় চেপে মুড়ি, বিস্কুট, পানীয় জল ,বাচ্চাদের দুধ, শুকনো খাবার হাজারের বেশি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় মানুষেরা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেন বিজেপি বিধায়ক বন্যার সময় তার দেখা মেলেনি এবং আমরা সেভাবে ত্রাণও পাইনি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বন্যা দুর্গতদের পাশে আশ্বাস দিলেন সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী।

পুজো উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ বিধায়কের

এম মেহেদী সানি ● আমডাঙা

আপনজন: শারদ উৎসবের প্রাক্কালে অসহায় দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে আমডাঙ্গার বিধায়ক রফিকুর রহমানের উদ্যোগে কয়েক হাজার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। আমডাঙ্গা করুণাময়ী কালী মন্দির সংলগ্ন গোবিন্দ পোতার মাঠে আয়োজিত সতেরো তম বর্ষে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধানসভার মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ, সাংসদ সৌগত রায়, পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক রফিকুর রহমান, আমডাঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমান, আমডাঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় দত্ত, শিক্ষক নেতা নুরুল হক সহ আমডাঙ্গা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতৃত্বরা । এ দিন আমডাঙ্গা বিধানসভার প্রায় ছয় হাজার দুস্থ গরিব মানুষের হাতে নতুন শাড়ি, লুঙ্গি, শিশুদের জামা তুলে দেওয়া হয় । উপস্থিত মন্ত্রী সাংসদরা বিধায়ক রফিকুর রহমানের মানবিক উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিধায়ক রফিকুর রহমান এপ্রসঙ্গে বলেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ নিয়ে চলি, সারা বছর ধরে আপদ, বিপদ, অনুষ্ঠানে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি । রক্তদান, বস্ত্রদান সহ জনপরিষেবা মূলক একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। তবে এটা বস্ত্র দানের অনুষ্ঠান নয়, আমরা উৎসবের আগে বস্ত্র উপহার হিসেবে গরিব মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি ।

খানাকুল ব্লকে ত্রাণ বিতরণে ছাত্র-শিক্ষক

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: অভিনব উদ্যোগ হুগলির নবাবপুর হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক)-এর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মিলিত উদ্যোগে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ব্লকে ত্রাণ বিতরণ করা হল । এব্যাপারে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী জানান, শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী নবাবপুর হাই মাদ্রাসার পক্ষ থেকে খানাকুল ব্লকের বন্যা দুর্গত ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মেসির গোলে কোনো রকমে ড্র মায়ামির

আপনজন ডেস্ক: প্রতিপক্ষের মাঠে টানা দুই ড্রয়ের পর আজ জয়ের আশা নিয়েই ম্যাচ দেখতে বসেছিল ইন্টার মায়ামির সমর্থকেরা। ম্যাচটি যে ছিল তাদের ঘরের মাঠে। কিন্তু ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলেও ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে মায়ামি।শার্লটের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও কোনোমতে তারা ড্র করতে পেরেছে লিওনেল মেসির গোলে। টানা তিন ড্রয়ের পরও অবশ্য মায়ামির কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। তারা এখনো মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে, শীর্ষে আছে সাপোর্টার্স শিল্ডের পয়েন্ট তালিকায়ও। আর মেজর লিগ সকারের প্লে-অফে তো আগেই জায়গা নিশ্চিত করেছেন মেসিরা। নিজেদের মাঠে আজ ম্যাচের শুরু থেকে মায়ামি একটু ঢিলেঢালা ফুটবলই খেলেছে। এরই সুযোগ নিয়ে শার্লট মায়ামির মাঠে ম্যাচের ৫৭ মিনিটে এগিয়ে যায়। গোল খাওয়ার পর যেন কিছুটা জেগে ওঠে মায়ামি। গোল খাওয়ার ঠিক পরের মিনিটেই জদি আলবার কর্নার থেকে মেসি দুর্দান্ত এক হেড করেছিলেন। কিন্তু আর্জেন্টাইন মহাতারকার প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন শার্লট গোলকিপার। তবে গোল শোধ করতে খুব একটা দেরিও করেনি মায়ামি। ৬৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া মেসির বাঁ পায়ের জোরালো শট আর ঠেকাতে পারেননি শার্লটের গোলকিপার। এবারের মেজর লিগ সকারে মেসির ১৫তম গোল এটা। সমতা ফেরানোর মিনিট দশেক পর মায়ামি হয়তো ভেবেছিল, জয়সূচক গোলটাও পেয়ে যাচ্ছে তারা। ৭৭ মিনিটে শার্লটের ফরাসি ডিফেন্ডার আদিলসন মালান্দা বক্সের মধ্যে ফেলে দেন দিয়েগো গোমেজকে। রেফারি ফাউলের বাঁশি বাজান এবং পেনাল্টি দেন। তবে ভিএআর রিভিউর পর পাল্টে যায় পেনাল্টির সিদ্ধান্ত। এরপরও সুযোগ এসেছিল মায়ামির। কিন্তু লুইস সুয়ারেজ সহজ একটি সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এই ড্রয়ের পর ৩১ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে মায়ামি।

আইপিএলে নাম লিখিয়ে না খেললে বিদেশি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা

আপনজন ডেস্ক: নিলামে নাম দিয়েছেন, বিশাল অঙ্কে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেও নিয়েছে। এরপর দেখা গেল বিদেশি সেই খেলোয়াড় কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শুধু ব্যক্তিগত কারণে টুর্নামেন্টে আর খেললেন না। আইপিএলের বিভিন্ন মৌসুমে এমন ঘটনা অনেক দেখা গেছে। ভবিষ্যতে এটা ঠেকাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। যেসব খেলোয়াড় টুর্নামেন্টের আগে হুট করে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়ে দেবে যে তিনি খেলবেন না, সেসব বিদেশি খেলোয়াড়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। সেই শাস্তি আইপিএলে দুই মৌসুমের নিষেধাজ্ঞা। গত মৌসুমে কলকাতা কেনার পরও ইংল্যান্ডের জেসন রয় টুর্নামেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ইংল্যান্ডের দুই পেসার মার্ক উড আর গাস অ্যাটকিনসনও নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে একই কাজ করেছেন। এমন কাজ এখন থেকে করলে নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হবে ক্রিকেটারদের। নতুন নিয়ম অনুযায়ী বিদেশি সব খেলোয়াড়কেই মেগা নিলামের আগে নিবন্ধিত হতে হবে। কোনো বিদেশি খেলোয়াড় যদি নিবন্ধন না করেন, তাহলে নিলামে তিনি পরের বছরের নিলামে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। আর কোনো বিদেশি খেলোয়াড়কে নিলামে কোনো দল কেনার পর টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নিজেকে সরিয়ে নিলে তিনি পরের দুই মৌসুমের জন্য নিলাম বা টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন না। গত বছরের কথাই ধরা যাক। মিনি নিলামে অস্ট্রেলিয়ার দুই খেলোয়াড় প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ককে বিশাল অঙ্কে কিনেছিল দুটি আলাদা দল। কামিন্সকে ২০.৫ কোটি রুপি দিয়ে কামিন্সকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আর ২৪.৭৫ রুপি দিয়ে স্টার্ককে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অতীতে বিদেশি খেলোয়াড়দের মেগা নিলামের চেয়ে মিনি নিলামে বেশি অংশ নিতে দেখা গেছে। এখন নতুন নিয়মের কারণে বিদেশি খেলোয়াড়দের মেগা নিলাম এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল কোথায় হবে জানাল ফিফা

আপনজন ডেস্ক: ক্লাব বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আয়োজনটি হতে যাচ্ছে ২০২৫ সালে। ৩২ দল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবে ক্লাব বিশ্বকাপের রাজকীয় এ আসরটি। আলোচিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। গতকাল ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এক ঘোষণায় এ কথা জানিয়েছেন। এদিকে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকও যুক্তরাষ্ট্র। কানাডা ও মেক্সিকোকে সঙ্গে নিয়েই বিশ্বকাপ আয়োজন করবে তারা। সেই বিশ্বকাপেও ভেন্যু হিসেবে থাকছে এই নিউ লাইফ স্টেডিয়াম। আগামী বছরের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু ১৫ জুন, আর শেষ ১৩ জুলাই। ক্লাব বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে খেলা হবে ১২ ভেন্যুতে। নিউ জার্সি ছাড়া আরও ভেন্যু হিসেবে থাকছে–মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়াম, ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম, টিকিউএল স্টেডিয়াম, হার্ড রক স্টেডিয়াম, জিওডিস পার্ক, ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়াম, ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়াম, লিঙ্কন ফিন্যান্সিয়াল ফিল্ড, অডি ফিল্ড,

রোজ বোল স্টেডিয়াম এবং লুমিন ফিল্ড স্টেডিয়াম। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে কনকাকাফ গোল্ড কাপও অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ডিসেম্বরে। ৩২টি দলের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩০টি দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। ফিফা ক্লাব পর্যায়ের বিশ্বকাপ প্রথম চালু করে ২০০০ সালে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিদ্ধান্ত এর আকার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানানো হয়, ২০২৫ সাল থেকে ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৩২টি দল। এর মধ্যে ইউরোপ থেকে ১২টি, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৬টি, আফ্রিকা, এশিয়া ও উত্তর-মধ্য আমেরিকা থেকে ৪টি করে ক্লাব থাকবে। বাকি দুটির একটি ওশেনিয়া মহাদেশের, আরেকটি স্বাগতিক দেশের। ইউরোপের দলগুলোর মধ্যে থাকছে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখের মতো দল। দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে আছে আর্জেন্টিনার রিভার প্লেট, বোকা জুনিয়র্স, ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৪ সময়ের মধ্যে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় যারা মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাদের ২০২৫ আসরে জায়গা নিশ্চিত হয়ে গেছে। ফিফা সভাপতি কাল এই টুর্নামেন্ট নিয়ে বলেছেন, ‘এই নতুন ফিফা প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী ক্লাব ফুটবলে সত্যিকারের সংহতি এবং অন্তর্ভুক্তির সত্যিকারের এক উদাহরণ হয়ে থাকবে, যা আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য ও উত্তর আমেরিকা এবং ওশেনিয়ার সেরা ক্লাবগুলোকে নতুন বিশ্বকাপে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার শক্তিশালী ক্লাবগুলোর বিপক্ষে খেলার সুযোগ দিয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্লাব ফুটবল এবং প্রতিভা বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলবে।’

ধোনি ২০২৫ আইপিএলে খেলতে পারবেন, তবে বেতন কমবে ৬৬ শতাংশ

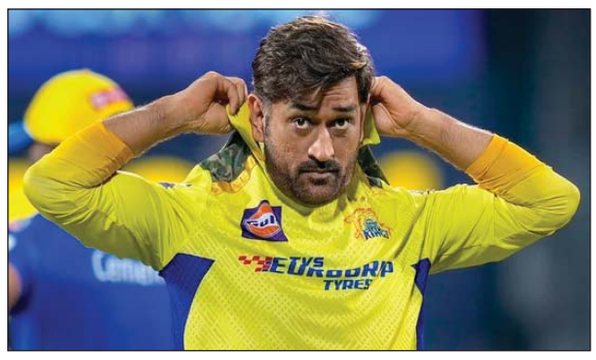

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে গতকাল একটা স্বস্তির বাতাসই বয়ে গেছে। তারা স্বস্তি পেয়েছে মূলত ২০২৫ আইপিএল মৌসুমের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) খেলোয়াড় নিলাম এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে নিয়মাবলি প্রকাশের কারণে। আইপিএলের মেগা নিলামের নিয়ে আলোচনা যত বাড়ছিল এবং এর নিয়মাবলি প্রকাশের সময় যত এগিয়ে আসছিল, চেন্নাইয়ের উদ্বেগও তত ঘনীভূত হচ্ছিল। তাদের উদ্বেগ ছিল একটা কারণেই–মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ধরে রাখতে পারবে কি না। নভেম্বর মাসে মেগা নিলামের আগে খেলোয়াড় ধরে রাখার যে নিয়ম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই, তা অনুযায়ী ধোনিকে সহজেই ধরে রাখতে পারবে চেন্নাই। তবে আইপিএলে আরও একটা মৌসুম খেললে এবং চেন্নাই যদি তাঁকে ধরে রাখে; তাহলে বেতন আগের চেয়ে অনেক কমবে ধোনির। সেই বেতন কমার পরিমাণটা কত? নিয়ম অনুযায়ী ধোনিকে ৪ কোটি রুপি বেতন দেবে চেন্নাই। যেটা ভারতের সাবেক অধিনায়কের আগের বেতনের চেয়ে ৬৬.৬৭ শতাংশ কম। ২০২২ সালে আইপিএলের মেগা নিলামে দ্বিতীয় পছন্দের খেলোয়াড় হিসেবে ধোনিকে ১২ কোটি রুপিতে নিজেদের করে নিয়েছিল চেন্নাই। পরবর্তী মেগা নিলামকে সামনে রেখে বিসিসিআই যে নিয়ম প্রকাশ করেছে, তা অনুযায়ী ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির সবাই সর্বোচ্চ ৬ জন করে খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে। তবে এই ৬ জনের মধ্যে অবশ্যই একজন ‘আনক্যাপড’ খেলোয়াড় থাকতে হবে। বাকি পাঁচজনের সবাই বিদেশিও হতে পারে বা ভারতীয় এবং বিদেশি মিলিয়েও হতে পারে। কোনো দল যদি পাঁচজন খেলোয়াড় ধরে রাখতে চায়, তাহলে প্রথম তিনজনকে ধরে রাখতে হবে যথাক্রমে ১৮ কোটি, ১৪ কোটি ও ১১ কোটি রুপিতে। শেষ দুজনের জন্য বরাদ্দ ১৮ ও ১৪ কোটি রুপি। যার মানে তাদের ১২০ কোটি রুপি খরচসীমার ৭৫ কোটিই শেষ হয়ে যাবে। তার মানে ওই দল মেগা নিলামে ঢুকবে ৪৫ কোটি রুপি নিয়ে। এ ছাড়া দলগুলো সর্বোচ্চ দুজন আনক্যাপড খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে। আনক্যাপড খেলোয়াড়দের জন্য বেতন সীমা ৪ কোটি রুপি। ভারত জাতীয় দল থেকে পাঁচ বছর আগে অবসর নেওয়া খেলোয়াড়েরা আইপিএলে আনক্যাপড হিসেবে বিবেচিত। ধোনি খেলা ছেড়েছেন ২০১৯ সালের জুলাইয়ে। এই নিয়মের কারণেই চেন্নাই ধোনিকে ধরে রাখতে পারবে। তবে তাঁর বেতন হবে মাত্র ৪ কোটি রুপি। এটা মেনে নিয়ে ধোনি খেলবেন কি না, সেটা অবশ্য জানা যায়নি।

পাক নির্বাচক পদে ইস্তফা ইউসুফের

আপনজন ডেস্ক: দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাস পরই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নির্বাচক পদ ছেড়েছেন মোহাম্মদ ইউসুফ। আজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও ইউসুফের পক্ষ থেকে পদত্যাগের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। নির্বাচক পদ ছাড়ার পেছনে ইউসুফ দেখান ‘ব্যক্তিগত কারণ’। আর পিসিবি বলেছে বোর্ডের সঙ্গে অন্য ভূমিকায় কাজ চালিয়ে যাবেন ইউসুফ। ২০১০ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ইউসুফ পাক দলের নির্বাচক কমিটির সদস্য হন মার্চে। মহসিন নাকভি পিসিবি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর সাত সদস্যের যে কমিটি করে দেন, সেটির সদস্য ছিলেন ইউসুফ। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভরাডুবি ঘটলে নির্বাচক পদ থেকে ওয়াহাব রিয়াজকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইউসুফের পদত্যাগ বিষয়ে পিসিবির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবে মোহাম্মদ ইউসুফকে তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে পিসিবি। ইউসুফ হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের ব্যাটিং কোচ হিসেবে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পিসিবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চালিয়ে যাবেন।’ ৫০ বছর বয়সী ইউসুফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নির্বাচক পদ থেকে পদত্যাগ ঘোষণা করছি। এই অবিশ্বাস্য দলের জন্য কাজ করা আমার বিশেষ সুবিধা ছিল, পাকিস্তান ক্রিকেটের উন্নতি ও সফলতায় অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত।’

ইরানে শোকের পাহাড়, মোহনবাগান ও ইরানের দলের ম্যাচ নিয়ে ধন্দ

আপনজন ডেস্ক: হিজবুল্লাহ নেতার মৃত্যুতে ইরানে শোকের পাহাড়, ফলবশত মোহনবাগান এইচডি এবং ট্রাক্টর এফসির ম্যাচ ধন্দে। ২০২৪-২৫ এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু এর দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইরানের তাবরিজের ইয়াদ-ই-ইমাম স্টেডিয়ামে আগামী ২রা অক্টোবর বুধবার ট্রাক্টর এফসির মুখোমুখি হবে। এই মুহূর্তে ইরান ৫ দিনের শোক ঘোষণা করেছে। কারণ ইরানের আধা সামরিক গার্ডের মধ্যে একজন বিশিষ্ট জেনারেল ইসরায়েলি বিমান হামলায় মারা গেছেন। মোহনবাগানের কিছু বিদেশী খেলোয়াড়কে ইরানে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং ভারতীয় পাসপোর্ট ধারী কিছু খেলোয়াড়ের ভিসা প্রত্যাখানও করা হয়েছে। মোহনবাগানের তরফ

থেকে বিদেশ মন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং এ এফ সি কে ম্যাচের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। তাই এই মুহূর্তে তারা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রাক্টর এফ সির একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে জানা যায় যে তারা দাবি করে যে মোহনবাগান ক্লাব সব সময় অজুহাত তৈরি করে থাকে। এখন অপেক্ষায় এটাই দেখার যে কবে এই সমস্যার সমাধান হয়।

অভিষেকের নামে সাগরদিঘিতে ফুটবল টুর্নামেন্ট তৃণমূলের

আসিফ রনি ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এই প্রথম মুর্শিদাবাদে অভিষেক ব্যানার্জির নামে তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীতে। অভিষেক ব্যানার্জি শুভেচ্ছা পেয়ে আবেগে ভাসলেন যুব কর্মীরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলা দেখতে উপচে পড়া ভিড় দর্শকদের। বিজয়ী দলকে দেওয়া হল এক লক্ষ টাকার পুরস্কার। জানা যায় জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অভিষেক ব্যানার্জীর নামে দুই দিনব্যাপী ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘির হলদিতে। ২৮ তারিখ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সূচনা হয় খেলার। ২৯ তারিখ বৈকালে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের মাধ্যমে শেষ হল খেলার। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন জানান এমএলএ এম পি কাপ অনেক হয়েছে ,এই প্রথম আমরা মুর্শিদাবাদে অভিষেক ব্যানার্জির নামে এবি কাপ ২০২৪ সম্পন্ন করলাম। এই খেলা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মুর্শিদাবাদে। তিনি আরো বলেন এই খেলা নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জির শুভেচ্ছা যুব সমাজের আরো উৎসাহ ও উদ্দীপনা কাজ করেছে,আমরা গর্বিত। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ফাইনালে অংশগ্রহণ করেন খিদিরপুর মিতালী সংঘ ও বুলেট একাদশ বহরমপুর। হাড্ডা হাড্ডি লড়াই শেষে টসের মাধ্যমে জয়লাভ করেন খিদিরপুর মিতালী সংঘ। প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও খেলায় দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত, রীতিমতো কানায় কানায় ভর্তি হয়ে উঠে মাঠ। বিজয়ী দলকে এক লক্ষ টাকার চেক সহ আকর্ষণীয় ট্রফি তুলে দেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন। দ্বিতীয় দলকে দেওয়া হয় ৭০ হাজার টাকার চেক সহ আকর্ষণীয় ট্রফি। খেলাকে ঘিরে যুবসমাজ থেকে সাধারণ মানুষের আবেগ ছিল চোখে পড়ার মত।

টি-টোয়েন্টি দলে গতির ঝড় তোলা মায়াঙ্ক খেলবেন বাংলাদেশের বিপক্ষে

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারত। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন দলে প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ফাস্ট বোলার মায়াঙ্ক যাদব। তিন বছর পর ফেরানো হয়েছে স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে। তবে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য যশস্বী জয়সোয়াল, ঋষভ পন্ত, মোহাম্মদ সিরাজ, শুবমান গিল ও অক্ষর প্যাটেলদের। ২২ বছর বয়সী মায়াঙ্ক এ বছরই প্রথম আইপিএলে খেলেন। আর প্রথমবারেই লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে মাঠে নেমে গতির ঝড়ে নজর কাড়েন। চোটে ছিটকে যাওয়ার আগে খেলেছেন মাত্র ৪ ম্যাচ। তাতেই নেন ৭ উইকেট। ভারত দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, রিংকু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, রিয়ান পরাগ, নীতিশ কুমার, শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণয়, বরুণ চক্রবর্তী, জিতেশ শর্মা, অর্শদীপ সিং, হারশিত রানা ও মায়াঙ্ক যাদব। মায়াঙ্ক ছাড়াও বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে ফেরানো হয়েছে রহস্য স্পিনার বরুনকে, যিনি সর্বশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২১ সালে। ২০২৪ আইপিএলে ট্রফি হাতে তোলা কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ১৫ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়েছিলেন বরুন। বরুন, মায়াঙ্কদের পাশাপাশি দলে ডাকা হয়েছে নীতিশ কুমার, অভিষেক শর্মা, জিতেশ শর্মা ও হারশিত রানাদের। এঁদের সবাই জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ে সফরের ভারত দলে ছিলেন, তবে এর পরে হওয়া শ্রীলঙ্কা সিরিজে ছিলেন না। শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল থেকে জয়সোয়াল, গিল, পন্ত, অক্ষর ও সিরাজদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তিন টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৬ অক্টোবর গোয়ালিয়রে। ৯ অক্টোবর দিল্লিতে দ্বিতীয় ম্যাচের পর হায়দরাবাদে ১২ অক্টোবর সিরিজ শেষ হবে। এই সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দল এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

বাসন্তীতে ফুটবল প্রতিযোগিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন ডেস্ক: ‘ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার গীর্জা’ আয়োজিত একদিনের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাসন্তীতে।রবিবার ৫০ তম বর্ষের এই ফুটবল টুর্ণামেন্টে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ৮ টি ফুটবল দল অংশ গ্রহণ করে।সেন্ট জেভিয়ার্স ফুটবল মাঠে আয়োজিত ফুটবল খেলার আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন বারুইপুর ডায়াসিস এর মহামান্য বিশপ মহোদয় রেভারেন্ড শ্যামল বোস। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাল পুরোহিত শিশির খান,বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বাসন্তী পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শ্রীদাম মন্ডল,সেন্ট টেরিজা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার সিনহা,শিক্ষক দীপক ঘোষ,সুনীল এম মল্লিক, অতনু গায়েন সহ অন্যান্যরা। এদিন টুর্ণামেন্টের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ‘কুমিরমারী সেন্ট জন্স’ বনাম ‘শ্রমিক সংঘ’। খেলার নির্ধারিত সময়ে কুমিরমারী সেন্ট জন্স ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**